বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>196 >>14 Boisakh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯৬ >> << ১৪ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

ইরানে হিজাব আইন না মানায় দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে

তেহরান ঃ বাধ্যতামূলক হিজাব আইন অমান্য করায় ইরানি কর্তৃপক্ষ সারাদেশে প্রচুর দোকানপাট এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে। ইরানের সংবাদ অনুযায়ী, কেরমানশাহ প্রদেশের পুলিশ কমান্ডার আলী আকবর জাভিদান বলেন, পাবলিক প্লেস তত্ত্বাবধান বিভাগ অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার সহযোগিতায় সতীত্ব এবং হিজাব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। জাভিদান বলেন, হিজাবের বাধ্যতামূলক নিয়ম না মানায় সতর্কতা জারির পরেও তা উপেক্ষা করায় ৪৫টি ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইরান সম্প্রতি তার বাধ্যতামূলক হিজাব আইন কার্যকর করার জন্য নতুন একটি দেশীয় নজরদারি কর্মসূচি চালু করেছে। অনেক নারী এটি উপেক্ষা করছেন বলে মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভয়েস অফ আমেরিকার ফার্সি বিভাগের একটি সিরিজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, দেশের বিভিন্ন অংশে নারীরা হিজাব আইনকে অমান্য করে জনসমক্ষে হিজাববিহীন অবস্থায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। গত বছর সেপ্টেম্বরে নীতি পুলিশের হেফাজতে থাকা ২২ বছর বয়সী কুর্দি নারী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর থেকে অনেক ইরানি নারী প্রকাশ্যে বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরোধিতা করেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 60649.38 +348.80
NIFTY : 17915.05 +101.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .15 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .17 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

জার্মানইরানি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ তেহরানে

তেহরান ঃ জার্মানইরানি নাগরিক জামশিদ শারমাদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ বহাল রাখলো ইরানের সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে নিম্ন আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। শিরাজে একটি সহিংস আক্রমণে ১৪ জন নিহত হয়েছিলেন। ইরান প্রশাসনের অভিযোগ, জামশিদ সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, জামশিদ ন্যায়বিচার পাননি। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক বলেছেন, ''প্রথম থেকেই জামশিদের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হচ্ছে। তাই ইরানের সুপ্রিম কোর্টের এই রায় মানতে পারছে না জার্মানি।''

ইরানে জার্মানির রাষ্ট্রদূত তড়িঘড়ি করে তেহরান ফিরেছেন। তিনি ইরানের প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন।

জামশিদকে ২০২০ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি অ্যামেরিকা ভিত্তিক একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা। ওই জঙ্গি গোষ্ঠী ইরানে নাশকতা চালায়। তারা ১৯৭৯ সালের ইসলামিক রেভলিউশনকে ব্যর্থ করে আবার পশ্চিমা দেশগুলির সমর্থনে রাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়।

৬৮ বছর বয়সি জামশিদ ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলেন। তার সঙ্গে সিআইএ ও এফবিআইয়ের যোগাযোগ আছে। তিনি ইসরায়েলি মোসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

ইরানের নিম্ন আদালত জামশিদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পর জার্মানি ইরানের দূতাবাস থেকে দুইজন কূটনীতিককে দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইরানও তারপর দুই জার্মান কূটনীতিককে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি না চালানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছেন বাইডেন এবং ইউন

নিউ ইয়র্ক ঃ উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক হামলা করলে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বৃহত্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকার বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি চালিয়ে না যা্ওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। ২৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার চুক্তিটি ঘোষণা করার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং এই দুই মিত্র রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে উভয়ে আলোচনা করেছেন।

মঙ্গলবার সংবাদদাতাদের ব্রিফিংয়ে প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ একজন কর্মকর্তা বলেন, ওয়াশিংটন ঘোষণা হলো বহু মাস ধরে আলোচনার ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলাফল এবং এটি কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, চুক্তির অধীনে সোওল তার অপারমাণবিক অবস্থা বজায় রাখবে এবং অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অবস্থানের সমস্ত শর্ত মেনে চলবে। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি অনুমোদন করেছিল। ওই কর্মকর্তা জানান, দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্র-রিপাবলিক অফ কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়া (আরওকে) নিউক্লিয়ার কনসালটেটিভ গ্রুপ (এনসিজি) প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি আরও বলেন, এটি একটি নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ প্রক্রিয়া যা পারমাণবিক ও কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়গুলোতে আলোকপাত করবে এবং আমাদের রিপাবলিক অফ কোরিয়ার মিত্রদেরকে আমরা কীভাবে বড় ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলার পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করব সে সম্পর্কে আরও আলোকপাত করবে। স্নায়ু যুদ্ধের সময় যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র কিছু নেটো মিত্রের সঙ্গে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্তগুলোকে সমন্বিত করেছিল, এনসিজি পদ্ধতিও সেরকম।

কালিয়াগঞ্জে থানায় আগুন, পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জের উত্তেজনায় নতুন মোড়। পুলিশের গুলিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ। সিবিআই তদন্তের দাবি গ্রামবাসীর।

নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ। উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশকে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। আক্রমণকারীদের ধরপাকড়ে পুলিশের অভিযান চলছে। তারই মধ্যে বুধবার রাতে গুলির ঘটনা।

বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর এলাকা। সেখানকার চাঁদগ্রামে পুলিশ অভিযান চালায় রাত দুটো নাগাদ। এই গ্রামেই বাড়ি বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণু বর্মণের। তার পরিবারের দাবি, তিনটি গাড়ি নিয়ে একদল পুলিশ আসে। তারা বিষ্ণুর খোঁজ করে। কিন্তু বিজেপি নেতা সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না। পুলিশের সঙ্গে বিষ্ণুর পরিবারের বচসা বাঁধে। এরপরই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বিষ্ণুর ভাইপো মৃত্যুঞ্জয় বর্মণ। বিষ্ণু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''থানায় হামলার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি রাতে বাড়ি ছিলাম না। পুলিশ আমাকে না পেয়ে বাবাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন মৃত্যুঞ্জয় বাধা দেয়। পুলিশ তার বুকে গুলি করে।''

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের। পুলিশ দুই রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। বাড়ির সামনে মিলেছে কার্তুজের খোল। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশকে আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার টুইট, ''মমতার ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ কালিয়াগঞ্জে ৩৩ বছরের রাজবংশী যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।'' তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির অভিযোগ খারিজ করেছে। দলের সাংসদ শান্তনু সেনের বক্তব্য, ''বিজেপি মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে। কালিয়াগঞ্জের নাবালিকা আত্মঘাতী হয়েছে, তাকে বলেছে খুন-ধর্ষণ। পুলিশকে আক্রমণ করছে, থানা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ রাজ্যের পুলিশ উত্তরপ্রদেশের মতো এনকাউন্টারে মানুষকে মারে না।''

মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর এই তুলনাই টানছেন। তিনি বলেন, ''হাওড়ার ছাত্রনেতা আনিস খানের বাড়িতে মধ্যরাতে পুলিশ গিয়েছিল। আইনজীবী, কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচির বাড়িতেও তাই। এ বার কালিয়াগঞ্জের ঘটনা। এই রাজ্যে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের একটা অন্য রূপ দেখা যাচ্ছে। পুলিশের সংস্কার দরকার।''

কালিয়াগঞ্জে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে নয়া মাত্রা জুড়েছে যুবকের মৃত্যু। মঙ্গলবার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তাতে দেখা গিয়েছে, একটি বাড়িতে ঢুকে তিন পুলিশকর্মীকে মারধর করছে উন্মত্ত জনতা। থানায় হামলার সময় কাছের ওই বাড়িতে কয়েকজন পুলিশকর্মী জনতার রোষের মুখে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেন। বাড়ির জানলা ভেঙে ঢুকে জনতা আক্রমণ করে পুলিশকে। এই দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশি ধরপাকড় চলছে কালিয়াগঞ্জে। কয়েকটি এলাকায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

সুদানের মানবিক সংকট মোকাবেলায় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া দল মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ যুদ্ধাক্রান্ত সুদানের মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় করতে, ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) ঐ অঞ্চলে একটি দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বিশেষজ্ঞ দল মোতায়েন করেছে। ইউএসএআইডি প্রধান সামান্থা পাওয়ার রবিবার একথা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে পাওয়ার বলেন, বিপর্যয় সহায়তা প্রতিক্রিয়া টিম প্রাথমিক পর্যায়ে কেনিয়ার বাইরে কাজ করবে। তিনি আরো জানান, বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং অংশীদারদের সাথে অগ্রাধিকার চাহিদা চিহ্নিত করতে এবং নিরাপদের মানবিক সহায়তা প্রদান করতে কাজ করছে। সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে আট দিন আগে লড়াই শুরু হলে সুদানে মানবিক সংকট দেখা দেয়। এই লড়াইয়ে শত শত মানুষ নিহত হন এবং লাখ লাখ সুদানি নাগরিক মৌলিক পরিষেবা ছাড়াই আটকা পড়েন। সুদানের এই আকস্মিক যুদ্ধসংঘাত দেশটিতে আবার বেসামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে। আর, ইতোমধ্যেই দরিদ্র দেশটিকে মানবিক বিপর্যয়ে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতি, একটি বৃহত্তর সংঘাতের হুমকি সৃষ্টি করেছে যা বাইরের শক্তিগুলোকে আকর্ষণ করতে পারে। সামান্থা পাওয়ার রবিবার যুদ্ধরত দলগুলোকে মুসলিম ঈদ-উল-ফিতরের ছুটির জন্য যুদ্ধবিরতি মেনে চলার জন্য আবারো আহবান জানান।তিনি তাদের প্রতি যুদ্ধ শেষ করতে এবং ত্রাণ ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপদ ও বাধাহীন প্রবেশ নিশ্চিত করতে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র শনিবার খার্তুমে তাদের দূতাবাস থেকে তাদের সরকারি কর্মীদের সরিয়ে নিয়েছে এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে দূতাবাসের কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে স্থগিত করেছে।

ট্রায়াল রান ট্রেন উদ্বোধন হবে পুরী থেকেই

সাড়ে ৫ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পুরী! আজ নতুন 'বন্দেভারত'এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ (সব ঠিক থাকলে হাওড়া - পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসচালু হবে মে মাসেই। সোমবার, শুক্রবার ও শনিবার সপ্তাহে তিন দিন এই ট্রেন চলবে।)

বাঙালির প্রিয় পর্যটন স্থল বলতেই মনে আসে দীপুদা - দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। আর এবারে কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছে যাওয়া যাবে মাত্র সাড়ে ৫ ঘণ্টায়! খুব বেশিদিনের অপেক্ষা নয়, আজ ২৮শে এপ্রিল শুরু হচ্ছে এই ট্রেনের ট্রায়াল রান। রেল সূত্রের খবর, আগামী মে মাস থেকেই চালু হবে হাওড়াপুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ওড়িশার প্রথম ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয়। এই নিয়ে আনন্দে উদ্বেলিত ওড়িশা ও বাংলাবাসী।

২৮ এপ্রিল অর্থাৎ আজ শুক্রবারই হচ্ছে প্রথম ট্রায়াল রান। মোট তিনবার ট্রায়াল রান হবে বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। বুধবার চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি থেকে বন্দে ভারতের রেক হাওড়ায় পাঠানো হয়েছিল যা বৃহস্পতিবারে সাঁতরাগাছি স্টেশনের ইয়ার্ডে এসে পৌঁছেছে। আজ ২৮ এপ্রিল (শুক্রবার) এবং ৩০ এপ্রিল (রবিবার) চলবে হাওড়াপুরী বন্দে ভারতের ট্রায়াল রান। যাত্রাপথের মাঝে কেবল খড়্গপুর স্টেশনে মাত্র দুই মিনিটের জন্য থামবে এই সেমি হাইস্পিড এক্সপ্রেস ট্রেন।

আজ ট্রায়াল রানের জন্য হাওড়া থেকে বন্দে ভারত ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে,পুরী পৌঁছবে ১২টা ৩৫ মিনিটে। ফিরতি যাত্রায় পুরী থেকে ১ টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে হাওড়া পৌঁছবে রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে। তবে এই সময় সূচী কেবল ট্রায়াল রানের জন্য।এরপর ৩০ এপ্রিল, রবিবার হবে ওই বন্দে ভারতের দ্বিতীয় ট্রায়াল রান,হাওড়া থেকে ভদ্রক পর্যন্ত। ১ মে পরবর্তী ট্রায়াল রানের দিন নির্ধারিত হবে। মোট তিনবার ট্রায়াল রান হবে বলে জানা গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে মে মাস থেকেই এই ট্রেনে চড়ে কম সময়ে পুরী যাওয়া যাবে। সোমবার, শুক্রবার ও শনিবার সপ্তাহে তিন দিন এই ট্রেন চলবে।ট্রেন উদ্বোধন হবে পুরী থেকেই।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুবনেশ্বর, কটক ও খড়গপুরে ট্রেন দাঁড়াবে। সর্বোচ্চ ১৩০ কিলোমিটার ঘণ্টা বেগে ট্রেনটি ছুটবে। রেল সূত্রে খবর, ওই ট্রেনে হাওড়া থেকে পুরী, প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগবে ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। পুরী থেকে দুপুর ২টোয় ট্রেন ছাড়বে ও সন্ধ্যায় ৭ টায় পৌঁছবে হাওড়ায়। ফলে, সব মিলিয়েই এবার কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছে যাওয়া যাবে আরোও অনেক কম সময়ে।

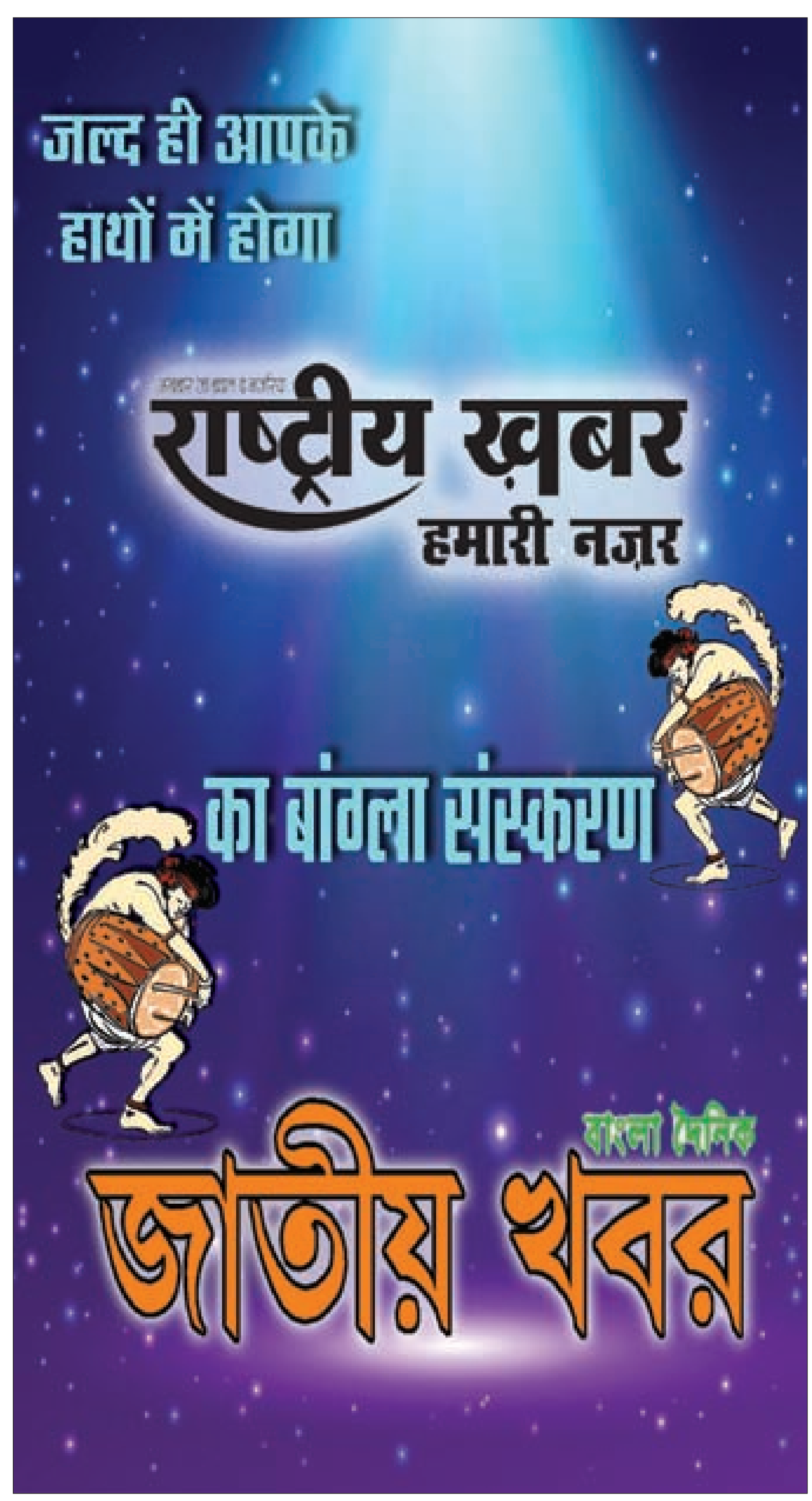

স্বামীকে খুনের ঘটনার পর এখন দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মৃত সাজিম শেখের স্ত্রীর বিউটি খাতুন ও তার পরিবারের

মালদা ঃ মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছিল সাজিম শেখের সঙ্গে বিউটি খাতুনের। কালিয়াচকের একই গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ের পর এই প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে ঈদের উৎসবে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনার পর সব যেন অন্ধকারে মিশে গিয়েছে। স্বামীকে খুনের ঘটনার পর এখন দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মৃত সাজিম শেখের স্ত্রীর বিউটি খাতুন ও তার পরিবারের।

শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের দুইজনের। জখম হয়েছে আরো দুইজন। মৃত ও আহতেরা প্রত্যেকে শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদারের সংস্থার কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর্থিক লেনদেনের কারণেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচক থানার বিবিগ্রাম এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন সাজিম সেখ(২১), জামিউল শেখ (২৫)। আহতরা হলেন শাহজাহান শেখ (২২), তারেক শেখ (২৮)।

মৃত সাজিম শেখের স্ত্রী বিউটি খাতুন বলেন, শুক্রবার রাতে ঈদের উৎসবের জন্য স্বামী নতুন জামা কাপড় নিয়ে এসেছিল। আমারও একটি ভালো কাপড় কিনে নিয়ে এসেছিল। ও বলেছিল সকালবেলা নতুন পোশাক পরে আগে নামাজ পড়তে যাবে। তারপরে আমরা একসঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাব। এরপরই রাতে বাড়িতে নাজিম খাবার খেতে বসে। তখনই মোবাইলে একটা ফোন আসে। আমাকে বলে দু মিনিটের মধ্যে আমি আসছি। হঠাৎ চিন্তা হচ্ছিল কারা মোবাইলে ফোন করে ডাকলো। পরে লোকমুখে শুনতে পাই আমার স্বামীকে ইয়াসিন শেখ দলবল কুপিয়ে হত্যা করেছে। আরও তিনজন জখম হয়েছে। তারপরে আর কিছু আমার মাথায় নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এদিকে শনিবার সকাল থেকেই কালিয়াচক জুড়েই ঈদের উৎসবে মাতোয়ারা সকলেই। কিন্তু বিবিগ্রামে রাস্তাঘাট একদম জনশূন্য । চতুর্দিকে খালি পুলিশের বুটের আওয়াজ। যে গ্রামে ঈদ উপলক্ষে হৈ হৈ হয়ে থাকতো, মেলা বসতো, সেই গ্রাম এখন থমথমে। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরতে পুলিশ এখন গোটা গ্রামে তল্লাশি শুরু করেছে। একই পরিবারের পরপর দুইজনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। কেন এইভাবে হামলা চালানো হলো তার জবাব চাইছে গ্রামের মানুষ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবি তুলে ইতিমধ্যে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবে হামলা এবং পাল্টা হামলা যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। তাই সকাল থেকেই ঈদের উৎসব বাদ দিয়েই ঘরেই সময় কাটাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। ইতিমধ্যে গ্রামে উত্তেজনা মেটাতে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট চলছে পুলিশের নজরদারি।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, শ্রমিক সরবরাহ করা নিয়ে আর্থিক লেনদেনের জেরেই গোলমাল থেকে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য গোটা এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

এই রাজ্যে জনগণের উন্নয়ন হচ্ছে না কেন্দ্র কবে টাকা পাঠাবে, সেই আশায় বসে রয়েছে রাজ্য সরকার,কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

মালদা ঃ এই রাজ্যে জনগণের উন্নয়ন হচ্ছে না কেন্দ্র কবে টাকা পাঠাবে, সেই আশায় বসে রয়েছে রাজ্য সরকার। কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের।শনিবার মালদা রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আবারও রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, রাজ্যের পৌরসভা গুলির আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। কেন্দ্র কবে টাকা পাঠাবে, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য সরকার। জনগণের উন্নয়ন কিছু হচ্ছে না। কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

টানা একমাস রোজা করার পরে আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের খুশির ঈদে

মালদা ঃটানা একমাস রোজা করার পরে আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের খুশির ঈদে।এই ঈদে মাতলো আট থেকে আশি পবিত্র রমজান মাস শেষে সারা দেশ জুড়ে পালিত হল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ঈদ।ঈদ কে ঘিরে সারাদেশ উৎসবে মেতে উঠেছে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কচিকাঁচারা। ঈদের জামায়াতে শরিক হয়েছে কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ,ও কচিকাঁচারা।এদিন সকাল বেলা নতুন জামা কাপড় পড়ে হবিপুর ব্লকের আইহো চাঁদপাড়া ও চৌধুরীপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার মুসলিম সম্প্রদায় মানুষ একটি ধর্মীয় র‍্যালির মাধ্যমে আইহো এলাকায় ঈদগাহে আসেন।সেখানে জামায়াত হয়ে নামাজ পাঠ করেন শেষে কোলাকুলি,ঈদ মোবারক ,সালাম বিনিময় করতে দেখা গেল।এই ঈদকে ঘিরে দেখা গিয়েছে হবিবপুর থানা পুলিশ প্রশাসনকে করা নজরদারি রাখতে দেখা গিয়েছে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘাটে সেই দিকে নজর রেখে সকাল থেকে রাস্তাঘাটে করা নজরায় রয়েছে পুলিশের।হবিবপুর থানা আইসি সুবীর কর্মকার মুসলিম ধর্মের মুলবি সাহেব হাতে ফুলের তোড়া মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানো হয়।ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে সম্প্রীতির উৎসব।সেখান থেকে কবরস্থানে গিয়ে তাদের প্রিয়জনদের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করেন।সেইমত আজ মালদহের জেলার অন্যান্য জায়গার সাথে হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায় সহ অন্যান্য প্রান্তে প্রান্তে পালিত হল ঈদ।ঈদ কে ঘিরে কচিকাঁচারা খুশিতে মেতে উঠেলো।

মালদা জেলার গাজোলে সারা দেশের সাথে সারম্ভে তাল মিলিয়ে পালিত হয়ে গেলো পবিত্র ঈদ উল ফিতর

মালদা ঃমালদা জেলার গাজোলে সারা দেশের সাথে সারম্ভে তাল মিলিয়ে পালিত হয়ে গেলো পবিত্র ঈদ উল ফিতর। এক মাসের কঠিন রোজা পালনের পর খুশির আনন্দে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি ইসলাম ধর্মালম্বীরা । সকাল থেকে ঈদগা ময়দানে ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ। এমনি চিত্র দেখা গেল মালদা জেলার গাজোল ব্লকের কাটিকান্দর গ্রামে ঈদ গাহ ময়দানে । এদিকে সকাল সাতটায় ঈদের নামাজ কাটিকান্দর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যদিও সকাল থেকে আকাশের মুখ ছিল ভার । কিন্তু সুষ্ঠুভাবে ঈদ উল ফিতর এর নামাজ হয়ে গেল । এদিকে নজর দারির জন্য গাজোল থানার পুলিশ প্রশাসন মোতায়েন ছিল।

মালদা জেলার গাজোলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড়সড় আবারো তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙ্গন

মালদা ঃ মালদা জেলার গাজোলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড়সড় আবারো তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙ্গন । মালদা জেলার গাজোলে দুটি বুথে ৪০টিরও বেশি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন বাংলার ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করার অঙ্গীকার নিয়ে শুক্রবার রাত্রি ৭ নাগাদ গাজোল বিধানসভার পান্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা পূর্ব বুথে ও গাজোল বিধানসভার রানীগঞ্জ এক অঞ্চলের আলমাস পুর এই দুটি বুথে এদিন ৪০ টির বেশি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলো। জানাযায় গাজোল বিধানসভার পান্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা পূর্ব বুথের ২৬ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ বর্মন ও যুব মোর্চা সভাপতি উত্তম সাহা 'র নেতৃত্বে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি গাজোল বিধানসভার রানিগঞ্জ ১ অঞ্চলের আলমাসপুর বুথের ২০ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চিন্ময় দেব বর্মন , সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ বর্মন ও অঞ্চল কনভেনার জয়দেব সরকার সহ বিভিন্ন কর্মী সমর্থকরা।

ইংলিশ বাজারের হায়দারপুর এলাকায় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ঈদ উপলক্ষে মহিলাদের নামাজ পাটের আয়োজন

মালদা ঃ ইংলিশ বাজারের হায়দারপুর এলাকায় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ঈদ উপলক্ষে মহিলাদের নামাজ পাটের আযজেন। মুসলিম মহিলা জনকল্যাণ কমিটির উদ্যোগে মহিলা নামাজ পাঠের আযজেন করা হয়। জানা যায় শনিবার সকালে খুশির ঈদ উপলক্ষে শহরের হায়দারপুর এলাকায় নামাজ পাঠে অংশ নেন শতাধিক মহিলা। বিশ্ব শান্তি থেকে শুরু করে প্রচন্ড দাবদহের হাত থেকে রক্ষা, দোয়া করেন মহিলারা। তার পাশাপাশি নামাজ শেষে একে ওপরে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। জানা যায় মালদা জেলায় একমাত্র হায়দারপুর এলাকায় প্রতিবছর ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের এই নামাজ পাঠ।

খুশির ঈদে সামিল হলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা ঃ খুশির ঈদে সামিল হলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। শনিবার সকালে ইংলিশবাজার সুভাষপল্লী ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত হোন তিনি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। ইংলিশ বাজারের সুভাষপল্লী ঈদগাহ ময়দানে সামিল হলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সহ বিজেপি নেতৃত্ব। জানা যায় সুভাষপল্লী ঈদগাহ ময়দানে ভারতীয় জনতা সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে জল ছত্রের আযজেন করা হয়েছিল। এদিন এই জলছত্রে সাংসদ খগের মুর্মু কে উপস্থিত হয়ে নিজে হাতে জল খাওয়াতে দেখা যায়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের। তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজারের বিজেপি বিধায়িকা শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী।

বিজেপি থেকে ৮ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান

আলিপুরদুয়ার ঃ রবিবার ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৮ নম্বর পার্টের বিজেপি থেকে ৮ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করে বলে খবর। তৃণমূল সুত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকার ৮টি পরিবার বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানানো হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জবেদুল আলম ছিলেন ধনীরামপুর এক নম্বর অঞ্চলের যুব সভাপতি নিরবিকল্প রায় সহ অনেকেই।

কালবৈশাখী ঝড়ের দাপটে হাসপাতালের ড্রয়িং রুমের উপর ভেঙে পড়লো গাছ

জলপাইগুড়ি ঃ কালবৈশাখী ঝড়ের দাপটে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের হাসপাতালের একটি ড্রয়িং রুমের উপর ভেঙে পড়লো বিশালাকার গাছ। আর এতেই রুমটি ভেঙে তছনছ হয়ে পড়েছে। এদিন সকাল থেকে সেই জায়গা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চা বাগানের শ্রমিকরা। তবে কোনো হতাহতের খবর নেই।সেই রুমে রাতের বেলা কেউ ছিলনা। ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে চা বাগানের সেই হাসপাতাল চত্বর। ঘটনার পর সকাল থেকেই চলছে গাছ পরিষ্কার করার কাজ

চার দফা দাবিতে শিলিগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ

শিলিগুড়িঃ দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বাম কর্মীদের মুক্তির দাবি, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তাব্যবস্থা সহ মোট চার দফা দাবিতে রবিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামরিন হলো বাম যুব সংগঠন। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির পাশাপাশি শিলিগুড়ি থানায় এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কার্যত এদিনে শিলিগুড়ি থানার ছারাও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানাতে চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে বাম যুব সংগঠন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিটাই দূর্নীতি গ্রস্ত

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিটাই দূর্নীতি গ্রস্ত। তিনি যখন কেন্দ্রের রেল মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ও চাকরি দিয়েছেন। তার পরিবর্তে টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছিলো কিনা সেই বিষয়েও তদন্ত করা উচিৎ। রবিবার জলপাইগুড়ি তে চাকরি দূর্নীতি নিয়ে কথা,বলতে গিয়ে ভাবেই তৃনমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আক্রমন করলেন বিজেপির কেন্দ্র সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার জলপাইগুড়ি আসেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে কর্মীদের সাথে বৈঠক করার পাশাপাশি অন্যান্য দল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারি কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এর পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলে তাকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যারা নিজেদের বঞ্চিত মনে করছেন তারা আন্দোলন করছেন। তাদের অধিকার আছে আন্দোলন করার। শুধু তাই নয় তারাও নৈতিক দিক থেকে এই আন্দোলনে আছেন বলে জানান। পুরসভা নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন রাজ্যে তৃনমূল সরকার আসার পর থেকে যতোগুলি নিয়োগ প্রকৃয়া হয়েছে সব গুলিতে দূর্নীতি হয়েছে। শুধু তাই নয় যে পরীক্ষা গুলি নিয়ে তদন্ত বাকি আছে সে গুলি নিয়েও তদন্ত করা উচিৎ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর পরেই তৃনমূল সুপ্রিমো কে টেনে বলেন, মমতা বঃদ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রে রেল মন্ত্রী ছিলেন তখনও বহু লোককে চাকরি দিয়েছেন। সুতরাং ওই চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছিলো কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখা উচিৎ। ওই চাকরিতে যারা নিযুক্ত হয়েছেন সেখানেও দূর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেন দিলীপ বাবু। এদিকে রাজ্যে যখন চাকরি দূর্নীতি নিয়ে তৃনমূলের তাবড় তাবড় নেতারা সিবিআই এর জালে ধরা পরছে ঠিক সেই সময় রেলে চাকরি দেওয়া নিয়ে দলের সুপ্রিমো দিকে অভিযোগ তুলে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক শুরু করে দিলেন দিলীপ বাবু বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল বলে মনে করা হচ্ছে।

রাস্তার কাজ নিয়ে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির গোয়েন্দাপাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪ জন

কোচবিহারঃ রাস্তার কাজ নিয়ে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির গোয়েন্দাপাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪ জন। রবিবার দুপুরে মেখলিগঞ্জের গোন্দাপাড়ায় একটি পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সুত্রের খবর অনুযায়ী ঐ রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এলাকার পঞ্চায়েত রেনু বেগমের ঘনিষ্ঠ মজিবর রহমানের জমি ছিল। এমতাবস্থায় রবিবার তার অনুমতি ছাড়াই তার জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এমতাবস্থায় মজিবর রহমান কাজে বাঁধা দেয়। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভোটবাড়ির তৃনমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আলতাফ হোসেন ও তার দলবল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বচসা পরবর্তীতে হাতাহাতি ও রনক্ষেত্রের চেয়ারা নেয় এলাকা। শুরু হয় সংঘর্ষ। ঘটনায় ২ পক্ষের ৪ জন আহত হন। তারা বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিলো দুষ্কৃতীরা

কোচবিহার ঃ বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিলো দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার বিকেলে বুড়িরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাকুড়া এলাকার মুর্শিদ আলম মিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। মুর্শিদের বাবা মালেক উদ্দিন মিয়া বলেন, এদিন আমি ও আমার ছেলে বাড়ির কিছুটা দূরে মসজিদে গিয়েছিলাম নামাজ পড়তে। এরপর নামাজ শেষে আমার ছেলে বাইক নিয়ে আগে বাড়ি রওনা হয় এবং আমি পেছন পেছন সাইকেলে চেপে বাড়ি পৌঁছানো মাত্র ছেলে কাদতে শুরু করে।দুষ্কৃতীরা ঘরের দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে। উল্লেখ্য এদিন সকালে বুড়িরহাট এলাকায় আরো এক বাড়িতে একইভাবে চুরির ঘটনা ঘটে। এমনকি কয়েকদিন আগেই পার্শ্ববর্তী বুড়িরহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খট্টিমারী, জিৎপুর মর্নেয়া এলাকায় একইভাবে চুরির ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে ঘটনা গুলির তদন্ত শুরু করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। তবে বারংবার একই কায়দায় ব্লক জুড়ে কয়েকটি চুরির ঘটনায় ঘটলেও দুষ্কৃতীদের এখনো গ্রেফতার করতে না পারায় পুলিশি তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি বার কাউন্সিল এর নির্বাচন নিয়ে সিপিএম এর সাংবাদিক বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে তৃণমূল এবং সিপিএমের কোন জোট হচ্ছে না শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে জানালেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমান পাঠক। আগামী ২৯ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। বরাবরই এইবার অ্যাসোসিয়েশনের দখলে ছিল বাম কংগ্রেসের। এবারে পাম ও তৃণমূলের জোট হতে পারে বলে জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এই জল্পনা সত্য নয় বলে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

মেডিকেল থেকে শিশু চুরির ঘটনার কিনারা করলো পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃচুরি যাওয়ার ৭২ ঘন্টার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সেই সদ্যজাত সহ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে ওই শিশুকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার রাতেই শিশু ও অভিযুক্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযুক্তদের নামে সিতা দাস ,অঞ্জু দাস । এরা দুজনই সম্পর্কে মা ও মেয়ে। রবিবার এই বিষয়ে মাটিগাড়া থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার অফ পলিশ সুভেন্দ্র কুমার। অভিযুক্ত দুজনকে রবিবার শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়।মেডিকেল থেকে শিশু চুরির ঘটনার কিনারা করলো পুলিশ।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২০ই এপ্রিল দুপুরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে সদ্যোজাত শিশু চুরির ঘটনা ঘটে।ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে মাটিগাড়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়। শিশুটিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য SOG,DD,মাটিগাড়া থানা এবং NBMC মিলিতভাবে একটি টিম তৈরি করে। এরপর গতকাল চোপড়ার বলরামপুর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।গ্রেফতার হয় দুই মহিলা,একজনের নাম সীতা দাস(৪৫)এবং অপরজনের নাম অঞ্জু দাস(২৪)। দুজনকেই সাতদিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত রোগীকে জীবিত বলে সারারাত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃত রোগীর পরিবার

মালদাঃ মৃত রোগীকে জীবিত বলে সারারাত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃত রোগীর পরিবার। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ইংলিশ বাজার থানায়। মালদা শহরের গৌড় রোড় এলাকায় একটি নামিদামি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ। জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম বনমালী সরকার। বাড়ি মালদার গাজোল থানার শিক্ষক পল্লী এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় অসুস্থ থাকায় ওই ব্যক্তিকে শনিবার গৌড় রোড় এলাকায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাতে ফোন করে বলা হয় রক্ত লাগবে। রাতে না দিতে পারলেও সকালের মধ্যে রক্ত জোগাড় করে দিলেই হবে এই কথাও জানানো হয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলে অভিযোগ। কিন্তু রবিবার সকালে এসে পরিবারের লোকেরা জোর করে নার্সিংহোমের ভেতর ঢুকে দেখতে পান তাদের রোগী মারা গেছে। মৃত রোগীর জামাই সানি দত্তের অভিযোগ, মৃত মানুষকে কিভাবে আই সি ইউ তে রেখে চিকিৎসা করা যায়। তারা জোর করে ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই আই সি ইউ তে রয়েছে তাদের রোগী কিন্তু মারা গেছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। অথচ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাদের কিছুই জানায়নি। মৃত রোগীকে জীবিত বলে চিকিৎসা চালিয়ে গিয়ে মোটা অংকের টাকা দাবি করত নার্সিংহোম বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই মর্মে ইংলিশ বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অবিলম্বে প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই নার্সিংহোম সিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন মৃতের পরিবারবর্গ। তবে এই বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও মৌখিকভাবে জানান, অভিযোগ ভিত্তিহীন। রক্ত জোগাড় করতে না পাড়ায় ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে সকালে রাস্তায় টিফিন নিয়ে হাজির জলপাইগুড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ মা সারদা পাঠচক্রের সদস্যারা

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে সকালে রাস্তায় টিফিন নিয়ে হাজির জলপাইগুড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ মা সারদা পাঠচক্রের সদস্যারা। শহরে রাস্তার দু'ধারে মানুষজনদের বিনামূল্যে টিফিন প্রদান করলেন। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের ইন্দিরা কলোনি এলাকায় টোটো তে করে জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা পাঠচক্রের সদসারা বিনামূল্যে মানুষদেরকে টিফিন প্রদান করেন। সাতসকালে এমন চিত্র দেখে অনেকেই হতবাক ঘুম থেকে উঠেই হাতে টিফিনের প্যাকেট পেয়ে খুশি অনেকেই । পাশাপাশি এদিন জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে পূজো করতে লক্ষ্য করা গেল।

শিশু চুরির ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা বাড়াতে বৈঠক করলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃউত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির পর অবশেষে ঘুম ভাঙল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হাসপাতাল চত্বরের নিরাপত্তা বাড়ানো ও সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত, নতুন ক্যামেরা বসানো সহ অনেক বিষয়ে বৈঠক হয়েছে।উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ শিশুটিকে খুঁজে পাওয়ার পর আজ রবিবার তার পরিবারের সাথে সঙ্গে দেখা করলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। রবিবার দুপুরে তিনি সেখানে যান ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক সারেন। তিনি জানান হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরালো করা হচ্ছে। নতুন করব আরো ২০ টি CCTV ক্যামেরা লাগানো হবে। ভিজিটিং টাইমে প্রসূতি বিভাগে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। আরো কি করে নিরাপত্তা জোরদার করা যায় তা আগামী রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

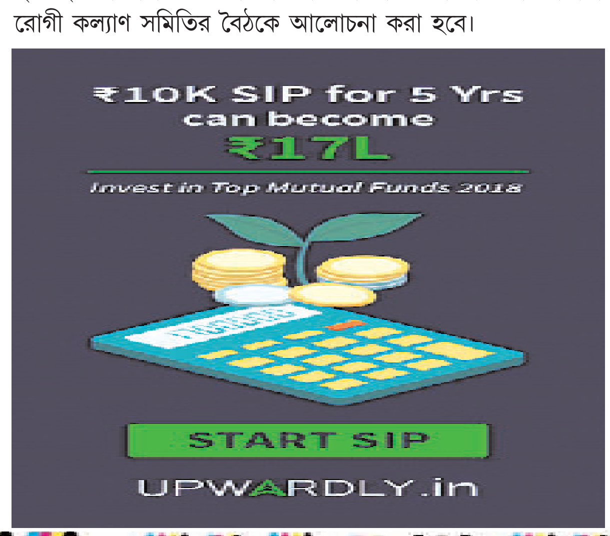

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

हेमन्त सरकार का संवेदनशील प्रयास
जीवन रक्षा को मिली उड़ान
AIR AMBULANCE
AIR AMBULANCE
झारखण्ड की जनता के लिए पहली बार
एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
दिनांक - 28.04.2023 | समय - अपराह्न 01:00 बजे
स्थान - स्टेट हैंगर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची
रांची तथा
देवघर | दुमका
बोकारो | धनबाद
जमशेदपुर | गिरिडीह
एयरपोर्ट पर भी एयर एम्बुलेंस सेवा होगी उपलब्ध
अधिकतम दो घंटे में
एयर एम्बुलेंस उड़ान हेतु होगा तैयार।
आपातकालीन उपकरणों सहित चिकित्सक के साथ सेवा होगी उपलब्ध
नागर विमानन प्रभाग से संपर्क करें -
+91 82105 94073
0651-4665515
airambulance.cad@gmail.com
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

জো বাইডেনের পুনঃনির্বাচনের পথে তার বয়সই কি সবচেয়ে বড় বাধা?

বলা হয় সময় কোন পুরুষের জন্যই অপেক্ষা করে না। তাই ৮০ বছর বয়স্ক জো বাইডেনের জন্য এটি একটি সমস্যা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কি ভোটারদের আশ্বস্ত করতে পারবেন যে তার জন্য বয়স আসলে কোন ইস্যু নয়? মি. বাইডেন মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি আরও চার বছর হোয়াইট হাউজে দায়িত্ব পালন করতে চান। কিন্তু এনবিসি নিউজ এর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকানরা এ নিয়ে সংশয়ে আছেন। এই জরিপে দেখা যাচ্ছে ৭০ শতাংশ আমেরিকান এবং ৫১ শতাংশ ডেমোক্রেট মনে করেন তার আসলে আবার নির্বাচনের দাঁড়ানো ঠিক হবে না। এবং জরিপে অংশগ্রহণকারী যে প্রায় অর্ধেক মানুষ চান যে তিনি সরে দাঁড়ান, তাদের একটি বড় উদ্বেগ তার বয়স নিয়ে। জো বাইডেন এখনই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচাইতে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। যদি তিনি পুনঃনির্বাচিত হন, যখন তিনি আবার শপথ নেবেন ততদিনে তার বয়স হবে ৮২ বছর। আর চার বছরের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে ৮৬ বছর। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বীমার জন্য বয়স এবং প্রত্যাশিত আয়ু

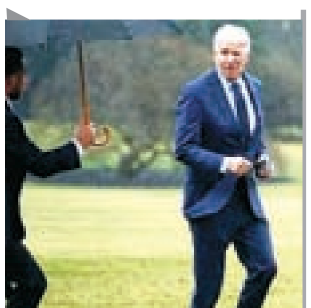

বিষয়ক যে গাণিতিক হিসেব নিকেশের চার্ট ব্যবহার করে, তাতে দেখা যায় ৮২ বছর বয়স্ক একজন মানুষ আর ৬ দশমিক ৭৭ বছর বাঁচার আশা করতে পারেন। এবং ১২ মাসের মধ্যে তার মৃত্যুর আশংকা ৮ শতাংশ। পুনঃনির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে জো বাইডেনের টিম যে ভিডিও প্রকাশ করেছে, তাতে তিনি মার্কিন জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। তার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ কিভাবে এই স্বাধীনতা হুমকির মুখে ফেলতে পারে তা নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার বয়সের বিষয়টি নিয়ে এই ভিডিওতে সরাসরি কোন কথা বলেননি। পরিবর্তে এই ভিডিওতে মি. বাইডেনের বেশ প্রাণবন্ত কিছু ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় তিনি জগিং করছেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, হাত মেলাচ্ছেন। এই ভিডিওতে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকেও বারবার দেখানো হয়েছে। জো বাইডেন যদি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তিনিই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন। কমালা হ্যারিসের বয়স এখন ৫৮ বছর। জো বাইডেনের টিম আশা করছেন কমালা হ্যারিসের উপস্থিতি মি. বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় কিছুটা গতি এবং প্রাণের সঞ্চার করবে। এখানে মনে রাখা দরকার ২০১২ সালে বারাক ওবামা পুনঃনির্বাচনের জন্য যে ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন তাতে কিন্তু তার তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছিলেন না। মি. বাইডেনের বয়স নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছে, এই ভিডিও সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না, বলছেন বব শ্রাম। তিনি সেন্টার ফর পলিটিকাল ফিউচারের একজন পরিচালক। এর আগে তিনি ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী অ্যাল গোর এবং জন কেরির নির্বাচনী প্রচারণায় একজন সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন। আপনার বয়স নিয়ে যে প্রশ্ন সেগুলোর জবাব আপনাকে দিতে হবে খুবই প্রাণবন্ত এবং উদ্দীপ্ত এক নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে, কথা বলে এগুলোর জবাব দিলে চলবে না, বলছেন তিনি। তিনি বলেন, বয়সের বিষয়টি বড় ইস্যু হবে যদি মি. বাইডেন নির্বাচনী প্রচারণায় বড় কোন ভুল করেন বা তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় কোন হোঁচট খান। এবং যদি এরকমটাই ঘটে, রিপাবলিকানরা কিন্তু এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। তারা এরই মধ্যেই মি. বাইডেনের প্রত্যেকটি বেফাঁস মন্তব্যকে নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রেও তারা বলার চেষ্টা করবে যে মি. বাইডেনের আসলে আর প্রেসিডেন্ট পদে থাকার সক্ষমতা নেই। গত বছর হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের ৫৪ জন রিপাবলিকান সদস্য হোয়াইট হাউজের কাছে একটি চিঠি লিখে মি. বাইডেনের জ্ঞান বুদ্ধি কতটা সজাগ তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তার ডিমেনশিয়া হয়েছে কিনা পরীক্ষার দাবি জানান। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে মি. বাইডেন কত রকমের ভুল পদক্ষেপ বা ভুল বিবৃতি দিয়েছেন ¯ চিঠিতে সেগুলোর একটা তালিকা আছে।

রোজ ভিটামিন ট্যাবলেট খেলে কি ডাক্তার থেকে দূরে থাকা যাবে?

বিশ্বজুড়ে ভিটামিন ও ভিটামিনজাতীয় খাদ্য, পানীয় এবং ওষুধের বিক্রি বেড়েছে এবং এর অন্যতম কারণ ভিটামিন গ্রহণ মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। যুক্তরাজ্যের গবেষণা সংস্থা মিনটেলের তথ্য অনুযায়ী ¯ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ এখন নিয়মিত ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করে।

এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ভিটামিনের অভাবে ভিটামিন গ্রহণ করছেন না, বরং ভিটামিন ট্যাবলেট নিয়মিত খেলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এমন বিশ্বাসে গ্রহণ করছেন।

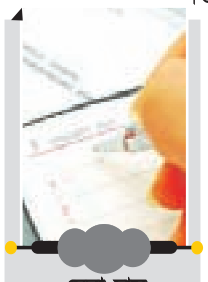

রেবা দাস
প্রাবন্ধিক

বাজারে অনেক ধরনের সাপ্লিমেন্ট আছে, যার অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ মাল্টিভিটামিন কিন্তু এর মধ্যে কোনটা আপনার জন্য ভালো হবে তা বোঝা বেশ মুশকিল। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আপনার ১৩ ধরনের ভিটামিন প্রয়োজন, কিন্তু এগুলোর কোনটা কি আপনার সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন?

একজন মানুষের কি রোজ ভিটামিন খাওয়া দরকার?

দুই ধরনের ভিটামিন রয়েছে ঃ একটা জলেতে দ্রবণীয় এবং আরেকটা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে) আপনার শরীরের মাধ্যমে জমা হয়। সুতরাং প্রতিদিন এরকম ভিটামিন না খেলেও আপনার শরীরে এই ভিটামিনগুলোর সরবরাহ বজায় থাকবে। যদি আপনি অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন গ্রহণ করেন তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শরীরে। সুতরাং কখনোই অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা যাবে না।

জলেতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন সি এবং বি ভিটামিন যেমন ফলিক এসিড) আপনার শরীরের মাধ্যমে জমা হয় না, সুতরাং প্রতিদিন এমন এমন ভিটামিন গ্রহণ করে এর সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। তবে আপনি প্রয়োজনের তুলনায় কোনও একটি ভিটামিন বেশি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ করতে হবে আপনাকে। যদিও ভিটামিন বি১২ আপনার লিভারের মাধ্যমে শরীরে জমা হতে পারে।

কিছু মাল্টিভিটামিনে মিনারেল এবং জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়ামের মতো রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। আপনার ডায়েট থেকে এই তিনটি খনিজ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। তবে যদি আপনার শারিরীক চাহিদা আরও বেশি থাকে তাহলে চিকিৎসকই আপনাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন গ্রহণের পরামর্শ দিবেন।

ক্যালসিয়াম ঃ শক্তিশালী হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিদিন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৭০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

জিঙ্ক ঃ ইমিউন সিস্টেম এবং পরিপাকতন্ত্রের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের প্রতিদিন ৭ মিলিগ্রাম এবং পুরুষদের ৯.৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন।

আয়রন ঃ খাদ্যের জন্য শক্তি খরচ ও রক্তের চারপাশে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য আয়রন জরুরী। ১৯¯৫০ বছর বয়সী নারীদের প্রতিদিন ১৪.৮ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন, আর পুরুষদের প্রয়োজন ৮.৭ মিলিগ্রাম।

সাপ্লিমেন্ট কাদের জন্য দরকার

যারা দিনের বেলায় রোদের সংস্পর্শে আসতে পারেন না তাদের জন্য ভিটামিন ডি

সাপ্লিমেন্ট নেয়া খুব জরুরী।

যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের শরৎ এবং শীতকালে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে এনএইচএস।

কিন্তু ভিটামিন ডি পাবেন একদম বিনামূল্যে, যদি আপনি নিয়মিত সূর্যের আলোতে যান। বিশেষজ্ঞদের মতে খাবার দিয়ে শরীরের ভিটামিন ডি'র চাহিদা পূরণ হয় খুব কমই। এই ভিটামিন শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সূর্যের আলো ছাড়া মানুষের শরীর ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারে না।

চিকিৎসক ডা. কানিজ মাওলা বলছেন ¯ মানুষের ত্বকের নিচে এক ধরনের কোলেস্টেরল থাকে। সূর্যের আলোতে গেলে তা ভিটামিন ডি তৈরি করে। ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম তৈরি করে তা ব্যবহারে শরীরকে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ার শুরু সূর্যের আলোর সাথে ত্বকের সংস্পর্শের মাধ্যমে।

ভিটামিন ডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরীরকে সহায়তা করে।

এটি পর্যাপ্ত না পেলে নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে। একই ভিটামিন শরীরের ফসফেট নিয়ন্ত্রণ করে। সুস্থ পেশির জন্যেও এটি দরকার।

চিকিৎসকরা সাধারণত ক্যালসিয়ামের জন্য নিয়মিতভাবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধজাতীয় খাবার খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকার কথা বলেন।

খাবার খাচ্ছেন এক ব্যক্তি

যাদের ক্ষুধা কম এবং বয়স্ক তারা প্রয়োজনীয় মাল্টিভিটামিন গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বয়স্ক বা ঘরে যারা বেশিরভাগ সময় থাকেন তাদের ক্যালসিয়ামসহ ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা উচিত।

আপনি যদি ডায়েটে থাকেন তাহলে বেশ কিছু খাবার পরিমিত গ্রহণ করতে হচ্ছে আপনাকে। লাইফস্টাইল হোক বা ওজন কমানোর জন্য হোক নির্দিষ্ট কোনও ডায়েটে থাকলে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা উচিত শরীরের পুষ্টির জন্য। আর আপনি যদি লো ক্যালরি ডায়েটে থাকেন তাহলে মাল্টিভিটামিন গ্রহণ করা উচিত চিকিৎসকের পরামর্শে।

আরও কিছু ডায়েট যেমন

ডেইরি ফ্রি ডায়েট (দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারমুক্ত ডায়েট) হলে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট বা ক্যালসিয়ামযুক্ত পণ্য গ্রহণ করা উচিত।

ভেগান (নিরামিষাশী) ডায়েট যারা করেন এবং যারা প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন না তাদের ভিটামিন বি১২ এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি তৈরি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং তাদের এ ধরনের সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা জরুরি।

কিশোরী এবং নারী যাদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হয় তারা হয়তো আয়রনের ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট খাবার খান না। তাদের আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা জরুরি। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ডায়েট অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ৩৫¯৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে চার দশমিক আট শতাংশই আয়রন ঘাটতিজনিত অসুখ অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন। আর আয়রন স্বল্পতায় ভুগছেন সাড়ে ১২ শতাংশ নারী। সবসময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা উচিত।

যেসব নারী গর্ভধারণের চেষ্টা করছেন এবং যারা গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে আছেন তাদের ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। এটি তাদের সন্তানদের 'স্পিনা বিফিডা'র মতো নিউরাল টিউব ত্রুটির ঝুঁকি হ্রাস করে।

ভিটামিন সি ট্যাবলেট ঃ জীবন রক্ষাকারী?

ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য বছরের পর বছর ধরে মানুষ ভিটামিন সি গ্রহণ করে আসছে।

ভিটামিন সি যেহেতু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও 'সুপারফুড' হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে।

যদিও বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, রোগ বা ঠান্ডাজনিত সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণে এটা রোগ প্রতিরোধ এরকম প্রমাণ খুব কমই দেখা যায়।

শরীর কিন্তু অতিরিক্ত ভিটামিন সি জমা রাখতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি গ্রহণ করেন প্রস্রাবের সাথে এগুলো বের হয়ে যাবে।

শরীরের ভেতরে বিক্রিয়ার কারণে যেসব সেল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেগুলো সারিয়ে তুলতে কাজ করে ভিটামিন সি।

ফলমূল ও শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। টক জাতীয় যে কোন ধরণের ফল লেবু, আমলকী, কমলা, বাতাবিলেবু এবং পেয়ারাতে ভিটামিন সি আছে।

একটা কমলায় প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে (যদিও ৪০ মিলিগ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়), সুতরাং এমন খাবার গ্রহণে ভিটামিন সি'র ঘাটতি হওয়ার কথা নয়।

কত ধরনের ভিটামিন আপনার প্রয়োজন?

আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলগুলো শুধু আপনার জন্যই প্রযোজ্য হবে। আপনার বয়স, অ্যাক্টিভিটি লেভেল, লিঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর ওপর এটি নির্ভর করে।

বিশেষজ্ঞরা এজন্য গাইড করে থাকেন।

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে ভিটামিন ডি বাদে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিন ও মিনারেল পেতে পারি একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাস থেকে।

যদিও, বিভিন্ন দেশের খাদ্য ও পুষ্টি সমীক্ষায় দেখা গেছে, অনেকেই আছেন যারা খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে ভিটামিন ও মিনারেলের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হন। ফলে তারা চেষ্টা করেন মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে সেই ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করার যেন তারা ভালো থাকতে পারেন।

সাময়িকী

কাতারে আটক ভারতীয়দের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ

শুভজ্যোতি ঘোষ
কলামিস্ট

গত বছরের আগস্ট থেকে কাতারের জেলে বন্দী আটজন ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট করেছে। এই আটজনই ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য এবং কাতারের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে কাতারের একটি সাবমেরিন ক্রয় প্রকল্পের তথ্য ইসরায়েলের কাছে পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে এই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন কাতারি নাগরিকও রয়েছেন। এদের সকলের বিরুদ্ধে 'ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যপ্রমাণ'ও কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে বলে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, বন্দীদের নির্জন কারাকক্ষে রাখা হয়েছে তবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী ¯ তা এখনো প্রকাশ্য আদালতে জানানো হয়নি। কাতার সরকারের পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

অন্যদিকে এই চরবৃত্তির অভিযোগ নিয়ে ভারত সরকার কোনও মন্তব্য না করলেও তারা জানিয়েছে আটক ভারতীয়দের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছেন, এটিকে তারা খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং এই আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে তারা কাতারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তা বলে চলেছেন। তিনি আরও জানান, দোহাতে ভারতীয় দূতাবাস ওই আটক ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ রেখে চলেছে।

মে মাসের গোড়ায় কাতারে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে, তার আগে সরকারের পক্ষ থেকে কতদূর কী করা যায় ¯ সেই চেষ্টাও চালানো হচ্ছে বলে মি. বাগচী জানিয়েছেন। তবে গোটা বিষয়টি যে ভারত সরকারকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাতারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর আগে গত বছর ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির তৎকালীন মুখপাত্র নুপূর শর্মা লাইভ টিভিতে ইসলামের নবীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার পরও কাতার প্রকাশ্যে সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনীর আর একজন সাবেক সদস্য, কূলভূষণ যাদবও সেই ২০১৬ সাল থেকে পাকিস্তানে চরবৃত্তির অভিযোগে বন্দী রয়েছেন।

ভারত অবশ্য আগাগোড়াই বলে এসেছে, কুলভূষণ যাদবকে ইরান থেকে অপহরণ করে নিয়ে এসে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। কাতারের 'দাহরা গ্লোবাল' নামে একটি সংস্থায় কর্মরত আটজন ভারতীয় নাগরিককে গত বছরের আগস্টে আচমকাই গ্রেফতার করে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। এই আটজনই আগে ভারতীয় নৌবাহিনীতে ছিলেন, বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে তারা ওই বেসরকারি সংস্থায় যোগ দেন। আটকের পর থেকেই তাদের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে 'সলিটারি কনফাইনমেন্টে' বা নির্জন সেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে চার্জটা ঠিক কী, সেটা প্রকাশ্য আদালতে এখনো জানানো হয়নি।

গত ১৯ এপ্রিল ভারতের সুপরিচিত নিরাপত্তা বিশ্লেষক প্রভিন স্বামী 'দ্য প্রিন্ট' পোর্টালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানান, কাতার সম্প্রতি ইতালিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি হাই টেক সাবমেরিন কেনার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে ¯ তার ওপরেই এই ভারতীয়রা গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের সাবমেরিনগুলো এমন কিছু 'মেটামেটেরিয়াল' দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে, যাতে শত্রুর পক্ষে এগুলোর গতিবিধি শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। ইতালির ত্রিয়েস্তের একটি কোম্পানির সঙ্গে এই সাবমেরিন কেনার জন্য কাতার চুক্তি করেছিল ২০২০ সালে। গোয়েন্দা সূত্রকে উদ্ধৃত করে মি. স্বামী আরও জানান, ভারত বা ভারতীয়রা যে কাতারি আমিরাতের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ কোনও গোয়েন্দা কার্যকলাপে জড়িত থাকতেই পারে না, সেটা তাদের বোঝানোর জন্য অনেক চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু কাতারিরা বারবার এটাই জোর দিয়ে বলছেন যে তাদের সাবমেরিন প্রোগ্রাম নিয়ে গোপন তথ্য না কি ইসরায়েলের কাছে পাচার করা হয়েছে, ¯ ওই প্রতিবেদনে জানান প্রভিন স্বামী। গত ২৯ মার্চ এই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আগামী ৩রা মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এরপর মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) ভারতের আর একটি প্রথম সারির পত্রিকা 'দ্য ট্রিবিউন' রিপোর্ট করে, বন্দী আটজন ভারতীয়র বিরুদ্ধে কাতার এতটাই কঠোর চার্জ এনেছে যে তাদের মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

জানা অজানা

ভারতের গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঃ সুনীল কুমার দে

২৫ শে বৈশাখ,কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিন।রবীন্দ্র নাথ শুধু ভারতবর্ষের কেন পুরো বিশ্বের সাহিত্য জগতের এক অমর নাম ।এক ধ্রুবতারা।তিনি ভারতবর্ষের গর্ব।স্বামী বিবেকানন্দের পরে ভারত বর্ষে ও পুরো বিশ্বে যদি কেউ খ্যাতি লাভ করেছিলেন নিঃসন্দেহে তিনি হলেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।তিনি গীতাঞ্জলি লিখে ১৯১৩ সালে শুধু ভারতবর্ষে নয় পুরো এশিয়া মহাদেশে প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ও দেশের ও এশিয়া মহাদেশের মুখ উজ্বল করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে বাংলা ভাষার কবি, লেখক ,নাট্যকার, গীতিকার, শিল্পী, সুরকার, উপন্যাসকার সব কিছু।অর্থাৎ বহুমুখী প্রতিভা শালী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।তার বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখনীতে আধ্যাত্মিকতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন ও একেশ্বর বাদী ছিলেন তাই তার কবিতা ও গান উপনীষদের বাণী প্রচার করেছে।গীতাঞ্জলি তো পুরো পুরি উপনিষদ কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু লোক রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতা কে বাদ দিতে চান যা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুল সম্পদ।রবীন্দ্রনাথ বেশি দূর লেখাপড়া করেন নি কিন্তু মূর্খ রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো পুরো বিশ্ব কে জ্ঞান দিয়েছেন ও আলো দেখিয়েছেন।রবীন্দ্র সংগীত শুধু ভারত বর্ষের নয় পুরো বিশ্বের সংগীত জগতের এক অমূল্য সম্পদ।রবীন্দ্রনাথের লেখা গান, জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারতের ও আমার সোনার দেশের, বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে এগুলো তার পরম প্রাপ্তি।রবীন্দ্রনাথ কে যদি ঋষি বলি তাহলে অত্যুক্তি হবে না।তার মুখে একগাল দাড়িও লম্বা চুল আছে বলে বলছি না তার চিন্তা ভাবনা,জীবন চর্চার জন্য ও তাকে ঋষি বলা যেতে পারে।রবীন্দ্রনাথ দেশ ভক্ত ও ছিলেন।তার লেখার মাধ্যমে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।জালিয়ানাওয়ালা বাগের হত্যা কান্ডের পর তিনি ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।রবীন্দ্রনাথের অমরকীর্তি বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতন।এই শান্তি নিকেতনে বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন ভাষাতে লেখাপড়া শিখছে, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, কলা নিয়ে চর্চা করছে।তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতের গর্ব,ভারতবাসীর গর্ব,বাঙালির গর্ব,বাংলার গর্ব।আজ তার শুভ জন্মদিনে তার চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই ও ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করি।

শি জিনপিংএর সাথে জেলেনস্কির টেলিফোনে আলাপ

ইউক্রেনে রুশ অভিযানের পর এই প্রথমবারের মত প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং চীনের নেতা শি জিনপিংএর মধ্যে টেলিফোনে সরাসরি কথাবার্তা হয়েছে। মি. জেলেনস্কি বলেছেন, এটি ছিল একটি দীর্ঘ এবং অর্থপূর্ণ আলাপ। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট শি জোর দিয়ে বলেছেন যে বেজিং সবসময়ই শান্তির পক্ষে এবং সংলাপ ও আলোচনাই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ। ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর এই দুই নেতার মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার খবর এবারই প্রথম জানা গেল।

চীনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, কিয়েভ সবগুলো যুক্তিসংগত উদ্যোগকেই প্রত্যাখ্যান করে আসছে এবং অবাস্তব দাবি তুলে আল্টিমেটাম দিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি টুইটারে এক বার্তায় বলেছেন, এই ফোনালাপ এবং বেজিংএ ইউক্রেনের একজন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের গতি জোরালো করবে।

বুধবার মি. জেলেনস্কির সাথে মি. শি'র ফোনালাপের পর চীনের বিবৃতিতে বলা হয়, চীন ইউক্রেনের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অংশ হিসেবে কিয়েভ এবং অন্যান্য রাজধানীতে একজন বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাবে যার লক্ষ্য হবে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা।

বিবিসির সংবাদদাতা বলছেন, ইউক্রেনে রুশ অভিযানের ব্যাপারে চীন বরাবরই এটা দেখানোর চেষ্টা করেছে যে তারা এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে।

কিন্তু চীন কখনো মস্কোর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে লুকানোর চেষ্টা করেনি বা রুশ অভিযানের নিন্দাও করেনি।

গত মাসে প্রেসিডেন্ট শি রাশিয়াতে এক রাষ্ট্রীয় সফরেও গিয়েছেন। তবে তিনি কখনোই রাশিয়াকে অস্ত্র দেবার অঙ্গীকার করেননি।

ওই সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রিয় বন্ধু বলে বর্ণনা করেন মি. শি। তিনি একটি ১২ দফার শান্তি পরিকল্পনাও প্রস্তাব করেন। তবে ইউক্রেন ও পশ্চিমা দেশগুলো ওই পরিকল্পনার সমালোচনা করে।

এতে (রাশিয়ার ওপর) নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নেবার কথা থাকলেও ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বা রাশিয়ার দখল করা এলাকাগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না।

সেই সফরের কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি চীনা নেতাকে আলোচনার জন্য কিয়েভ সফরে আসার আমন্ত্রণ জানান। বিবিসির সংবাদদাতা বলছেন, চীন এই যুদ্ধ অবসানে সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম, কারণ রাশিয়া এখন পর্যন্ত তাদের সৈন্যদের ইউক্রেনের ভূখন্ড থেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি ¯ যা কিয়েভের অন্যতম প্রধান দাবি।

তবে শি জিনপিং সম্প্রতি ইরান ও সৌদি আরবকে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা করতে প্রভাবিত করে কূটনৈতিক সাফল্য পেয়েছেন।

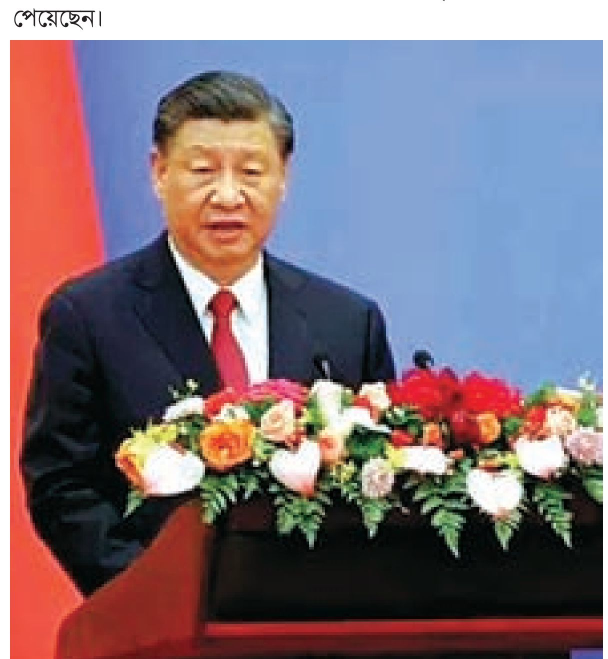

পাঠকের চিঠি

কৃষকরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন

বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC চলছে । কিন্তু এ বিষয়েও সকল কৃষক কে সতর্ক থাকতে হবে । আপনাদের একটা আঙ্গুলের ছাপ বা মোবাইল OTP দ্বারা চলে যেতে পারে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা । সুতরাং অজানা অচেনা কোনো ব্যক্তির কাছে e KYC করবেন না । আপনার নিকটবর্তী পরিচিত কোনো CSC সেন্টার বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে e KYC করুন এবং সাথে সাথে রসিদ নেবেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অনেক ব্যাক্তি বা ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কাজ করছে , এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে কৃষকদের, e KYC নামে উঠিয়ে নিতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা । দরকার হলে এলাকার শিক্ষিত কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সেই এলাকায় কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিস সেন্টার সঞ্চালক কে আছেন সেটাও যাচাই করে নিতে হবে । কারণ কেন্দ্র সরকারের এই e KYC করার একমাত্র লক্ষ্য হল জালিয়াতের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ও সঠিক কৃষককে তার সঠিক প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া । সুতরাং সকল কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC করে নিজেকে পিপদে ফেলবেননা। শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিসেস সেন্টারে গিয়েই e KYC করান ও নিজেকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচান ।

মহম্মদ ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভুয়া শিক্ষাগত তথ্য দাখিল মামলা খারিজ করার বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার আর্জি নাকচ গুয়াহাটি হাইকোর্টের

প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ের এক মামলা। প্রায় ছয় মাস আগে মামলার শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। শুধু আদালতের রায় দান বাকি। তবে এরই মধ্যে ভুয়া শিক্ষাগত তথ্য দাখিল মামলা খারিজ করার জন্য বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া গুয়াহাটি হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন। তবে গুয়াহাটি উচ্চতম আদালত বিধায়কের এই আবেদন নাকচ করে প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের পক্ষে রায় দিয়েছে। এবার আদালতে এই বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দাখিল করা মনোনয়নপত্র বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দাখিল করেছিলেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। অবশেষে গত ছয় মাস আগে এ মামলার ক্ষেত্রে যাবতীয় শুনানি সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এরই মধ্যে এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া গুয়াহাটি হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মামলা খারিজ করে দেওয়ার আর্জি জানান। বুধবার গুয়াহাটি হাইকোর্ট এক্ষেত্রে শুনানি গ্রহণ করে বিধায়কের এই আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের আইনজীবী জানান করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া মনোনয়নপত্রে শিক্ষাক্ষেত্র স্নাতক হওয়ার ভুয়া তথ্য দাখিল করেছিলেন। ইতিমধ্যে তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে এই বিষয়ে সত্য প্রকাশ পেয়েছে। এর ফলেই গুয়াহাটি হাইকোর্ট বিধায়কের আর্জি নাকচ করে দিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এবার এই মামলায় গুয়াহাটি হাইকোর্টে বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এবার করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার বিধায়ক পদ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টে অব্যাহত থাকা এই মামলায় করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্য মনোনয়নপত্রে দাখিল করেছেন বলে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিধায়ক পদ খারিজুয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্তীয় যেকোনো মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া রয়েছে। এই মামলার ক্ষেত্রেও গত ছয় মাস আগে যাবতীয় শুনানি সম্পন্ন হওয়ার পর শুধু রায়দানের অপেক্ষায় রয়েছে দুই পক্ষ। ফলে গুয়াহাটি হাইকোর্ট অতি শীঘ্রই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমনকি এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া স্বয়ং সাংবাদিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে মতবিনিময় করা কালীন মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার পক্ষে রয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে বলেছেন মামলার রায় যে পক্ষেই যাক না কেন সেটা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। অবশেষে আপাতত এটাই হতে চলেছে বলে আইনি বিশেষজ্ঞরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শেখ হাসিনা ও কিশিদার আলোচনা

টোকিও ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা একমত পোষণ করেছেন যে, রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি স্বাগতিক সম্প্রদায়ের ওপর বোঝা বাড়াবে এবং এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে। তাঁরা এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে 'টেকসই, নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও মর্যাদাপূর্ণ' প্রত্যাবাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বুধবার (২৬ এপ্রিল) শেখ হাসিনা ও ফুমিও কিশিদা বৈঠককালে এই মত পোষণ করেন। বৈঠকে শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার দ্রুত প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি ভাসানচরে পুনর্বাসিতদের জন্য প্রথম দেশ হিসেবে জাপানের মানবিক সহায়তাসহ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য দেশটির সহায়তার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী কিশিদা বাংলাদেশের প্রতি জাপানের অব্যাহত সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ২৩০ কোটি (২.৩ বিলিয়ন) ইয়েন প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে ভাসানচরসহ আযজেক সম্প্রদায় ও বাস্তুচ্যুতদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দুই প্রধানমন্ত্রীই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পর তাদের আত্মনির্ভরশীল জীবনের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মতো যথাযথ সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কিশিদা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানে শিক্ষার সুযোগ প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শেখ হাসিনা ও কিশিদা মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সহিংসতা ও সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ, আটকদের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান। তাঁরা মিয়ানমারে একটি সমাধান খুঁজতে আসিয়ান প্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে আসিয়ান চেয়ারের সক্রিয় সম্পৃক্ততার প্রশংসা করেন। তাঁরা আসিয়ানের পাঁচ দফা ঐকমত্য জরুরিভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি দেশগুলো মিয়ানমারের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত প্রভাবের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল পদক্ষেপের দাবি জানান। কিশিদা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাদের অব্যাহত মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে শেখ হাসিনা বর্তমানে জাপানে সরকারি সফরে রয়েছেন এবং বুধবার (২৬ এপ্রিল) একটি শীর্ষ বৈঠক করেছেন।

অঙ্কিতা দত্তের এজাহার খারিজ এবং পুলিশের তদন্ত রদ করার শ্রীনিবাসের আর্জি নাকচ গুয়াহাটি হাইকোর্টের

২ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে কেস ডাইরি জমা দেওয়ার নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত ছয় মাস ধরে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করার অভিযোগ এনে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে দিশপুর থানায় এজাহার দাখিল করেছিলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। এরপর এই এজাহারকে কেন্দ্র করে পুলিশ তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি কর্নাটকে উপস্থিত হয়ে শ্রীনিবাসের বাড়ির গেটের দেয়ালে নোটিশ লাগিয়ে তাকে আগামী ২ মে মে দিশপুর থানায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভি। অবশেষে তিনি গুয়াহাটি হাইকোর্ট অঙ্কিতা দত্তের এজাহার খারিজ এবং পুলিশের তদন্ত রদ করার আর্জি জানিয়ে আবেদন করেছিলেন। তবে গুয়াহাটি উচ্চতম আদালত এই আবেদন খারিজ করে আগামী ২ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে কেস ডাইরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

কংগ্রেসে হইচই বাঁধিয়ে দেওয়া অঙ্কিতা দত্তের অভিযোগের ফলে দলটিতে তোলপাড় লেগে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে নিজের আইনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন। প্রসঙ্গত অসম যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। শ্রীনিবাস তার বিরুদ্ধে গত ছয় মাস ধরে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে কংগ্রেসে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। সেসঙ্গে অঙ্কিতা দত্তের থানায় এজাহার দাখিল, তাকে দল থেকে বহিস্কার করা এবং শ্রীনিবাস বি ভিকে আগামী ২ মে দিনের ১১ টায় দিশপুর থানায় হাজির হওয়ার জন্য অসম পুলিশের নোটিশ ইত্যাদি বহু ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে।

তবে অঙ্কিতা দত্তের এজাহার খারিজ করার পাশাপাশি পুলিশের তদন্ত রদ করার আবেদন জানিয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস। মূলত সিআরপিসির ৪৮২ ধারা অনুযায়ী তিনি আদালতে এই আর্জি জানান। অবশেষে বুধবার এক্ষেত্রে শুনানি গ্রহণ করে গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি অজিত বড়ঠাকুর আদালত। প্রায় চার ঘন্টা ধরে এই বিষয়ে আদালতে শুনানি এবং তর্ক যুক্তি অব্যাহত ছিল। শ্রীনিবাসের আইনজীবীর পক্ষ থেকে মূলত চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হলো এই বিষয়টি অসম পুলিশের আয়ত্তের বাইরে, দ্বিতীয় এজাহার দাখিলে দেরি হয়েছে, তৃতীয় এক্ষেত্রে এজাহারে নানা বিতর্ক রয়েছে এবং চতুর্থ সম্পূর্ণ বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিচারপতি দুই পক্ষের তর্ক যুক্তি শুনে শ্রীনিবাসের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। তাছাড়া আগামী ২ মে পরবর্তী শুনানের দিন ধার্য করে অসম পুলিশকে এই মামলার ক্ষেত্রে কেস ডাইরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি।

বাংলাদেশের মৎস্য খাতে বিনিয়োগে বিদেশি ব্যবসায়ীদের আহ্বান প্রাণিসম্পদমন্ত্রী রেজাউল করিমের

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ থেকে সিফুড আমদানি ও বাংলাদেশের মৎস্য খাতে বিনিযোগের জন্য বিদেশি আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। স্পেনের বার্সেলোনায় স্থানীয় সময় বুধবার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে গ্লোবাল সিফুড এক্সপো ২০২৩এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন দেশের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ থেকে মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন তিনি। রেজাউল করিম ব্যবসায়ীদের জানান, বাংলাদেশের মৎস্য খাতে বিনিযোগে করলে বাংলাদেশ সরকার কর অব্যাহতিসহ নানা সুযোগসুবিধা দিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি বাংলাদেশের চিংড়ি ও অন্য মৎস্যসম্পদ রপ্তানির চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা উত্তরণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন তিনি। রেজাউল করিম বলেন, চিংড়ি, ফিনফিশ, শুঁটকি মাছ, কাঁকড়াসহ বিভিন্ন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় এ অর্থবছরে ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে বেসরকারি খাতে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদানসহ চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। রেজাউল করিম বলেন, সনাতনী পদ্ধতির চিংড়ি হ্যাচারিকে এসপিএফ হ্যাচারিতে রূপান্তর, ক্লাস্টারভিত্তিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতি প্রচলন, চিংড়ি খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি, সাপ্লাই চেইনের মান উন্নয়ন, দেশব্যাপী বিদ্যমান চিংড়ি খামারের ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরি, সমন্বিত ইট্রেসিবিলিটি সিস্টেম প্রবর্তন, মৎস্য ও মৎস্য পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০২০ প্রণয়ন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান বাস্তবায়ন, মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে দেশে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং, আমদানিকারক দেশের মৎস্য পরিদর্শন এবং মাননিয়ন্ত্রণ বিধি ও চাহিদার সঙ্গে গতি রেখে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। রেজাউল করিম আরও বলেন, বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন দেশের মৎস্য খাত কীভাবে বিকশিত হয়েছে, মৎস্য খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, সিফুড রপ্তানিসহ বিভিন্ন বিষয় বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সিফুড এক্সপো থেকে বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এ বছর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সিফুড এক্সপো আযোজন করা হচ্ছে জানিয়ে সিফুড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের ক্রেতা ও বিশেষজ্ঞদের এ এক্সপোতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তিনি। রেজাউল করিম আরও যোগ করেন, দেশের সিফুড খাতে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ খাতের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। সারা বিশ্বে সিফুড রপ্তানির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশে এ খাতে বুদ্ধিবৃত্তিকসহ অন্য সম্পদ বিনিযোগে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হবে। বাংলাদেশের মাছকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য সরকার সর্বো গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশে বিনিযোগের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান উল্লেখ করে রেজাউল করিম বিদেশি ক্রেতাদের বাংলাদেশের মৎস্য খাত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। পরে রেজাউল করিম বার্সেলোনায় চলমান গ্লোবাল সিফুড এক্সপো ২০২৩এ বিভিন্ন দেশের সিফুড প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন এবং তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এবার কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে দুটো পৃথক এজাহার বিজেপির মহিলা মোর্চার

কংগ্রেস দল নারী বিদ্বেষী, দলটিতে নারীর কোন মূল্য নেই বলে অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ফের এজাহার। এবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে এজার দাখিল করেছে বিজেপির অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চা। এই কংগ্রেস নেতা প্রত্যেক নারীর চরিত্রে আঙ্গুল তুলেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে মহিলা মোর্চার তরফে দিশপুর থানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এজাহার দাখিল করেছেন বিজেপির রাজ্য কমিটির মুখপাত্র জানকি খাউণ্ড। গেরুয়া দলটির মহিলা মোর্চার অভিযোগ অনুসারে কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী বিজেপির মহিলা কার্যকর্তারা বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন বলে মন্তব্য করেছেন। এই অভিযোগ উত্থাপন করেই রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয়েছে বলে দলটির মহিলা মোর্চা জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত গত ২৪ এপ্রিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী যোরহাট শহরে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এরই প্রতিবাদে বুধবার বিজেপির রাজ্য কমিটির মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ এবং মুখপাত্র জানকি খাউণ্ড এর নেতৃত্বে মহিলা মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল দিশপুর থানায় উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে। এজাহার দাখিল করে বিজেপির রাজ্য কমিটির মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ এবং মুখপাত্র জানকি খাউণ্ড বলেন কংগ্রেস দলে মহিলার সম্মান নেই। দলটি নারী বিদ্বেষী। তাছাড়া কংগ্রেসের নেতাদের দৃষ্টিতে নারীর কোন মূল্য নেই। সম্প্রতি অঙ্কিতা দত্ত প্রসঙ্গ স্থাপন করে বিজেপি নেত্রীরা বলেন কংগ্রেস নারী জাতিকে অপমান করেছে। ফলে এর বিচার তাদের লাগবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রীরা।

এক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা বলেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রাজনৈতিক তুষ্টিকরণের মন্তব্য করতে গিয়ে মহিলা সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন সেটার তীব্র ভাষায় সমালোচনা জানানো হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সক্রিয় মহিলা কর্মী দলটির জাতীয় পর্যায়ের নেতা শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ দাখিল করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেককে চমকে দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিষয়ে কোন ধরনের তদন্ত না করে সেই মহিলাকেই দল থেকে বহিস্কার করে দিয়ে শ্রীনিবাসের পক্ষে থেকে তাকে সমর্থন জানিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা বলেন এই কাণ্ডের জন্য কংগ্রেস দলটি সারা দেশে মহিলাদের জন্য অর্শরক্ষিত দল হিসেবে সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মহিলা চরিত্র সম্পর্কে করা মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। রানা গোস্বামীর এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে জড়িত থাকা প্রত্যেক মহিলার চরিত্রের দিকে আঙ্গুল উঠিয়েছে। এটা সমগ্র নারী সমাজের জন্য ধিক্কারজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রানা গোস্বামীকে প্রত্যেক নারীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে তাকে মহিলাদের কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে না দেখার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী।

উল্লেখ্য কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিনিধি দল দিশপুর থানায় দুটো পৃথক এজাহার দাখিল করেছে। মহিলা মোর্চার প্রতিনিধি দলটিতে পূরবী রয়, আশা বরদলৈ, ঝরনা পেগু, গীতালি হাজারিকা, রঞ্জিত রাজ প্রমুখ বিজেপি নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী সাংবাদিকদের বলেন তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বিজেপি মহিলা কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং কোনো কিছু মন্তব্য করেননি। তিনি যা বলেছেন সেটা বিজেপির এক নেতার মন্তব্য ছিল বলে নিজের পক্ষ তুলে ধরেন রানা গোস্বামী। কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বলেন তিনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান করেন। তিনি যেভাবে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসেন সেইভাবে রাজ্যের প্রত্যেক মহিলাকে তিনি ভালোবাসেন বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসে নেতা রানা গোস্বামী।

রোনালদোর আচরণে তাঁর উপলব্ধি, 'নায়কের সঙ্গে দেখা হতে নেই'

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'হিরোর সঙ্গে দেখা হতে নেই'।
জিন ডেভিড বিগুয়েলের উপলব্ধি এটি। এখন থেকে মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করবেন তিনি নিজের নায়কের সঙ্গে কখনোই দেখা না করা ভালো। হঠাৎ তাঁর এমন উপলব্ধির কারণ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
বিগুয়েল সৌদি লিগের দল আল ওয়াহদার স্ট্রাইকার। ফরাসি এই ফুটবলার মঙ্গলবার আল নাসরের বিপক্ষে ম্যাচের পর তাঁর 'আদর্শ' আল নাসরের মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে জার্সি বদল করে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিং কাপের সেমিফাইনালে ওয়াহদার কাছে হারের পর রোনালদো ছিলেন হতাশ ও বিরক্ত। রোনালদো বিগুয়েলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বা তাঁর সঙ্গে জার্সি বদল করতে চাননি, ব্যাপারটি এমন নয়। কিন্তু আল ওয়াহদার স্ট্রাইকার যতটা আন্তরিকতা নিয়ে রোনালদোর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, রোনালদোর কাছ থেকে সেই ধরনের আন্তরিকতা পাননি।
আর এতেই মন খারাপ হয়েছে বিগুয়েলের। ফরাসি পত্রিকা লে'কিপকে তিনি বলেছেন, 'আমার কিছুটা মন খারাপ হয়েছে। ম্যাচের শেষে আমি রোনালদোর কাছে গিয়ে তাঁর জার্সি চাইলাম। তিনি আমার সঙ্গে হাত মেলালেন ঠিকই, কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়েই। ওই সময় পরিস্থিতি বেশ থমথমে ছিল। আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, আমি তাঁকে দেখেই বেড়ে উঠেছি। আমি বুঝতে পারছি, ম্যাচে হেরে তিনি খুবই হতাশ ছিলেন। তিনি একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। আমি আমার কলেজজীবনে তাঁর খেলার ভিডিও দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি। তবে ওই মুহূর্ত তাঁর আচরণ আমাকে অবাক করেছে। মাঠে তিনি খুবই বিরক্ত ছিলেন। সতীর্থদের বকাঝকা করছিলেন।' রোনালদো সৌদি প্রো লিগে ১১ ম্যাচে ১১ গোল করলেও তাঁর দল আল নাসরের অবস্থা ভালো নয়। সব হারিয়ে শূন্য হাতে মৌসুম শেষ করার শঙ্কায় আছে দলটি। রোনালদো আসার আগমুহূর্তে লিগের শীর্ষ স্থানে থাকলেও এখন তারা দুইয়ে। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে আল ওয়েহদার কাছে ১-০ গোলে হেরে কিংস কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে আল নাসর। সৌদি লিগে রোনালদোর শুরুটা সম্ভবত এর চেয়ে খারাপ হতে পারত না।

৭০০-এর রাজা শ্রীলঙ্কা, মেন্ডিসের এক ছক্কার আক্ষেপ

আয়ারল্যান্ড ঃ নিশান মাদুশকা ও কুশল মেন্ডিসের ডাবল সেঞ্চুরি, দিমুথ করুনারত্নে ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের সেঞ্চুরিতে গল টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৭০৪ রানের পাহাড় গড়েছে শ্রীলঙ্কা। এ ইনিংস রেকর্ড বইয়ে ছাপ রেখেছে ভালোভাবেই
৭০৪ /৩
সব মিলিয়ে টেস্টে ৭০০ বা এর বেশি স্কোর দেখা গেল ২৫তম বারের মতো। তবে ৩ বা এর কম উইকেট হারিয়ে এত রান তোলার ঘটনা এটি মাত্র তৃতীয়বার। এ তালিকায় আগেও ছিল শ্রীলঙ্কার নাম, ২০০৪ সালে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩ উইকেটে ৭১৩ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল তারা।
৭
রেকর্ডটি আগে থেকেই ছিল শ্রীলঙ্কার, এবার সেটিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিল তারা। টেস্টে সবচেয়ে বেশি সাতবার ৭০০ রানের স্কোর গড়ল দলটি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চারবার করে এ কীর্তি আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের।
৩
নিশান মাদুশকা, দিমুথ করুনারত্নে, কুশল মেন্ডিস ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস শ্রীলঙ্কার প্রথম চারজন ব্যাটসম্যানই ছুঁয়েছেন তিন অঙ্ক। মাত্র তৃতীয়বার ঘটল এমন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই পাকিস্তানের প্রথম চার ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। ২০০৭ সালে প্রথম এমন কীর্তি ছিল ভারতের দিনেশ কার্তিক, ওয়াসিম জাফর, রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডুলকারের, মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
৮
নিশান মাদুশকার পর কুশল মেন্ডিস শ্রীলঙ্কার প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের দুজনই পেয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরির দেখা। টেস্টে এমন ঘটনা এটি অষ্টমবার। সর্বশেষ এমন ঘটেছিল ২০০৮ সালে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার গ্রায়েম স্মিথ ও নিল ম্যাকেঞ্জি করেছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি, টেস্টে দুই ওপেনারের ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়ার ঘটনা আছে সেটি বাদে আর একটি। অবশ্য স্মিথ ও ম্যাকেঞ্জির ৪১৫ রানের জুটির বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেনি এখনো।
১১
ইনিংসে ১১টি ছক্কা মেরেছেন কুশল মেন্ডিস। ওয়াসিম আকরামের সর্বোচ্চ ১২টি ছক্কার রেকর্ড তাই অক্ষতই থেকে গেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১টি ছক্কার তালিকায় নাথান অ্যাস্টল, ম্যাথু হেইডেন, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (২ বার) ও বেন স্টোকসের সঙ্গে যোগ দিলেন মেন্ডিস।
১৬
সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা ইনিংসে ছিল ১৬টি ছক্কা। এক ইনিংসে এর চেয়ে বেশি ছক্কা আছে দুটি। ২০১৪ সালে শারজায় পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানরা মেরেছিলেন ২২টি ছক্কা, সবার ওপরে সেটিই। ২০০৩ সাল পার্থে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭টি ছক্কা মারে অস্ট্রেলীয়রা।
৮৪.১৯
কুশল মেন্ডিসের ২৪৫ রানের ইনিংসের স্ট্রাইক রেট। ৮৪ বা এর বেশি স্ট্রাইক রেটে মেন্ডিসের সমান বা এর চেয়ে বেশি রানের ইনিংস আছে আর ৭টি। এর মধ্যে তিনটিই বীরেন্দর শেবাগের।

টি টোয়েন্টিতে মুশফিকের রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি

কলকাতা ঃ এবারের আইপিএলে গতকাল পেয়ে গেছেন পঞ্চম ফিফটি। ৮ ম্যাচে ৪৭.৫৭ গড়ে ৩৩৩ রান নিয়ে এখন পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে তাঁর দল অবশ্য জিততে পারেনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) হেরেছে ২১ রানে।
এই হারা ম্যাচে ৩৭ বলে ৫৪ রান করার পথে একটি রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। স্বীকৃত টি টোয়েন্টিতে এক ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি রান করায় বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিমকে ছাড়িয়ে গেছেন আরসিবির ভারতীয় ব্যাটসম্যান।
চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে স্বীকৃত টি টোয়েন্টিতে কোহলির রান এখন ৩০১৫। এক ভেন্যুতে স্বীকৃত টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ডটি এত দিন ছিল মুশফিকের। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে মুশফিকের রান ২৯৮৯।
মুশফিক মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এই রান করতে খেলেছেন ১২১ ইনিংস। আর কোহলি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৩০১৫ রান করেছেন মাত্র ৯২ ইনিংস খেলে। এক ভেন্যুতে স্বীকৃত টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান করার তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন মাহমুদউল্লাহ। তালিকার চতুর্থ স্থানে ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস। এরপর বাংলাদেশের ওপেনার তামিম ইকবাল। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে মাহমুদউল্লাহ করেছেন ২৮১৩ রান। অ্যালেক্স হেলস ২৭৪৯ রান করেছেন ট্রেন্ট ব্রিজে। আর তামিম শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে করেছেন ২৭০৬ রান।

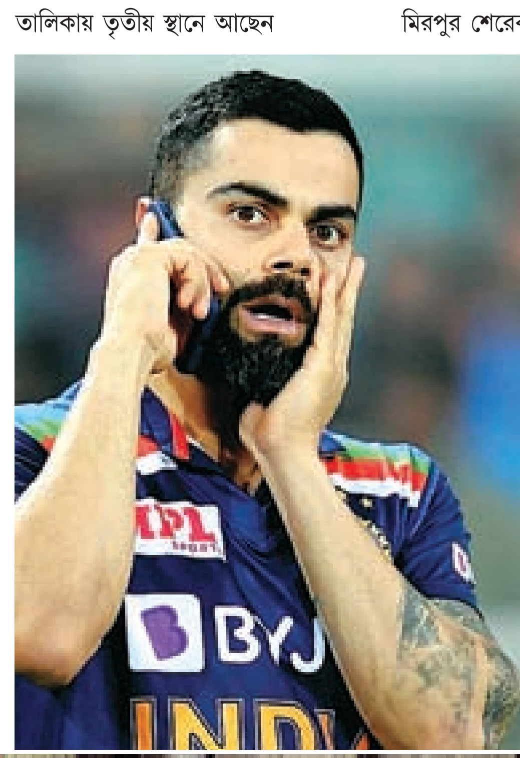

এই যুগেও বাসে ট্রেনে ভারত যাত্রা যুব হকি দলের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আকাশপথে যাওয়ার সুযোগ থাকলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সড়কপথে যাতায়াত যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে সবাই। অথচ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের আর্থিক অবস্থা এমনই যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও দল পাঠাতে হচ্ছে সড়কপথে! ঢাকা থেকে আজ রাতে বাসে বেনাপোল হয়ে কলকাতা যাবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২১ হকি দল। তবে তাদের এই ভ্রমণ কলকাতাতেই শেষ হবে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে দিল্লি হয়ে দল যাবে হরিয়ানার নারওয়ানাতে। সেখানে ছয়টি ম্যাচ খেলে গন্তব্য পাঞ্জাবের জলন্ধর। জলন্ধরে চারটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশ দল এশিয়ান অনূর্ধ্ব ২১ হকি টুর্নামেন্টে খেলতে আকাশপথে যাবে ওমানের রাজধানী মাসকটে। এতটা পথ কেন দলকে সড়ক আর রেলপথে পাঠানো হচ্ছে, আজ এই প্রশ্ন উঠেছে অনূর্ধ্ব ২১ দলের সফর উপলক্ষে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাঈদ পরোক্ষে আর্থিক সমস্যাকেই কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কথার সারমর্ম দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে হকি ফেডারেশনের বিলাসিতার সুযোগ নেই। ট্রেনে স্লিপিং কোচ আছে, খেলোয়াড়েরা ঘুমিয়ে যেতে পারবেন। আর বিমানে গেলেও দিল্লি থেকে হরিয়ানা বাসেই যেতে হতো। মমিনুল হক বলেছেন, 'আমাদের কোনো স্পনসর নেই, বাজেটও নেই। আমরা কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে ছেলেদের পাশে থাকছি। ফেডারেশনের কর্মকর্তারা নিজেদের পয়সা দিয়ে স্পোর্টসের জন্য কাজ করি। রাষ্ট্র থেকে ফেডারেশন যে অর্থ পায়, তা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দিতে পারি না। যেখানে কিছুই নেই, সেখানে আপনি কীভাবে পরিকল্পনা করবেন?' গত নভেম্বরে বড় পৃষ্ঠপোষক নিয়ে প্রথমবার দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লিগ হয়েছে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, পৃষ্ঠপোষক নেই! এ প্রসঙ্গে হকি ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, 'আমাকে একটা স্পনসর এনে দেন। আপনাদের সবার কাছে আমন্ত্রণ, হকি ফেডারেশনের জন্য স্পনসর আনেন। আমরা সাদরে গ্রহণ করব।' সফরের জন্য ফেডারেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশনের সমন্বয়কারী মাহবুবুল এহসান (রানা)। বাসে ট্রেনে ভারতে যেতে অবশ্য সমস্যা দেখছেন না দলের কোচ মামুন উর রশিদ, 'ট্রেনে গেলাম না বাসে গেলাম, সেটা কোনো বিষয় নয়। সেটা নিয়ে আমরা ভাবছিও না। আমাদের মূল ফোকাস ভালো ফল করা। ফেডারেশন যে ব্যবস্থা করেছে, সেটা ঠিক আছে।' ভারতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প এবং সেখানে নামীদামি দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েই খুশি তিনি, 'ছেলেদের ফিটনেস ভালো আছে। আশা করি, তারা টুর্নামেন্টে ভালো করবে।' বাংলাদেশের হকিতে এর আগে তিন মাসের বেশি সময় কোনো দলের ক্যাম্প হয়নি। এই সফরকে তাই দেশের হকির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। একই কথা কোচ মামুন উর রশিদেরও। এবারের ক্যাম্পের উদ্দেশ্য আগামী ২৩ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত ওমানের সালালায় অনুষ্ঠেয় ১০ দলের অনূর্ধ্ব ২১ জুনিয়র হকি টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান ও উজবেকিস্তান। 'এ' গ্রুপে আছে ভারত, পাকিস্তান, জাপান, থাইল্যান্ড ও চায়নিজ তাইপে। হরিয়ানায় ১ মে প্রথম অনুশীলন ম্যাচ। সেখানে ৯ মে পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচ খেলে যুবারা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে বলে আশা ফেডারেশনের। প্রিন্স, রকিরা খেলবেন হরিয়ানা প্রাদেশিক দল, শহীদ ভগত সিং হকি একাডেমি ও নারওয়ানা সিটির একটি একাডেমি দলের বিপক্ষে। ১০ মে জলন্ধরে যাবে দল। সেখানে লাভলি ইউনিভার্সিটি দল ও সুরজিৎ একাডেমির বিপক্ষে বাকি চারটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দিল্লি হয়ে ১৭ মে ওমানের উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২১ দল। হরিয়ানা ভারতের প্রাদেশিক হকির চ্যাম্পিয়ন। সেখানকার দলগুলোতে ভারতের জাতীয় দলের অনেক খেলোয়াড় আছে। বাংলাদেশের ছোটদের এই দল হরিয়ানায় খেলবে সিনিয়র দলের বিপক্ষে। টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতা ভারতের ৯ জন খেলোয়াড় ছিল জলন্ধরের। জলন্ধরের সুরজিৎ একাডেমির ছাত্র তাঁরা। এই একাডেমির বিপক্ষেও খেলবেন বাংলাদেশের যুবারা। সফরে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২১ দলের অধিনায়ক পুরান ঢাকার ছেলে প্রিন্স লাল সীমান্ত।

ভারতে বিজেপিবিরোধী জোট কি সম্ভব?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভারতে লোকসভা নির্বাচন আর বছর খানেক পরে। কিন্তু এর মধ্যেই বিজেপি বিরোধী দলগুলি একে অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেছে যে তারা একজোট হয়ে ভোটে লড়তে পারে কী না, তা নিয়ে।

জোটের বিষয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারই বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন।

এই উদ্যোগকে সমর্থন করছে কংগ্রেস দলও।

বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে গড়ে ৩৭.৩৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী দলগুলিই সিংহভাগ ভোট পেয়েছিল।

তবে নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ওই ফলাফলের পরে কিছু রাজ্যে বিজেপির ভোট বেড়েছে।

বিরোধী দলগুলির জোট বাঁধার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয় এমাসের গোড়ার দিকে যখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, দেখা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের সঙ্গে।

ওই বৈঠকের শেষে মি. খড়্গে মন্তব্য করেছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন নীতিশ কুমার। এর আগে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের সঙ্গে কথা হয়েছে মমতা ব্যানার্জীর।

আবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবও দেখা করে গেছেন মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে।

নীতিশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পরে মমতা ব্যানার্জী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন যে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের মতো বিজেপিকে সরানোর উদ্যোগ শুরু হোক বিহারের মাটি থেকেই।

তার কথায়, প্রথমে আমাদের এই বার্তাটা দিতে হবে যে আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। আমাদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। আমরা চাই বিজেপি শূন্য হয়ে যাক। কোনও কাজ না করেই বিজেপি শুধুমাত্র মিথ্যা কথা বলে আর ভুয়ো ভিডিও বানিয়ে হিরো হয়ে গেছে।

ওই বৈঠক নিয়ে নীতিশ কুমারের মন্তব্য ছিল যে আলোচনা খুবই ইতিবাচক হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে বৈঠকের পরে নীতিশ কুমার দেখা করেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সঙ্গেও।

সেই বৈঠকের পরে অখিলেশ যাদব মন্তব্য করেছেন, বিজেপির একের পর এক ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যার ফলে কৃষক, শ্রমিকরা ভয়াবহ সমস্যায় রয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারত্ব চরমে পোঁছিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে হঠিয়ে দেশ বাঁচাতে হবে।

এই অভিযানে তিনি যে নীতিশ কুমারের সঙ্গেই আছেন, সে কথাও উল্লেখ করেন মি. যাদব।

যেসব উদ্যোগ বা বৈঠকগুলোর কথা আমরা জানতে পারছি সংবাদ মাধ্যমে, তার বাইরে নিয়মিতই আলোচনা, যোগাযোগ থাকছে বিরোধী দলগুলো মধ্যে। আবার বিজেপিবিরোধী দলগুলো যেসব রাজ্যে সরকার চালায়, তাদের মধ্যেও সরকার পরিচালনা নিয়েও নানা স্তরে আলোচনা চলছে আগে থেকেই। সেই প্রক্রিয়াগুলোকেই কী করে একটা ফোকাসে, অর্থাৎ, বিজেপিবিরোধিতার জায়গাটাকে মূল লক্ষ্য করে তোলা যায়, সেটা নিয়েই এখন আলোচনা চলছে, বলছিলেন কলামিস্ট ও বিশ্লেষক শিখা মুখার্জী।

লোকসভা ভোটের আগে মে মাসে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন হবে, আর বছরের শেষ দিকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানার মতো রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে ভোট আছে।

মিজ মুখার্জীর ব্যাখ্যা লোকসভা নির্বাচনে যাওয়ার আগে এই রাজ্য বিধানসভার ভোটগুলোতেও বিজেপিবিরোধী জোট কতটা দানা বাঁধতে পারে, সেটাও যাচাই করে নেওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে।

গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনের আগেই দেখা গেছে বিজেপিবিরোধী দলগুলি একজোট হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কোননাকোনভাবে তা ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থতার মূল কারণ হয়ে ওঠে বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দেওয়া নিয়েই। এছাড়াও যে রাজ্যে যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, তারাই সেখানে নিজেদের জন্য বেশি আসনে লড়তে চায়, তাই অন্য জোট সঙ্গীদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির আলোচনাও ভেস্তে যায়।

বিশ্লেষকরা মনে করেন কংগ্রেস সবসময়েই এধরণের জোটে নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছে, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলিও লোকসভায় যথেষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য রয়েছে, তাই তাদেরও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা থাকে জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটের নেতৃত্বে আসার।

কিন্তু এবার যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে, সেখানে কংগ্রেস নিজেদের ভূমিকাটা খুব বড় করে দেখাচ্ছে না। সেজন্যই নীতিশ কুমার আলোচনা চালাচ্ছেন আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে, বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক রজত রায়।

মমতা ব্যানার্জীর একটা আকাঙ্ক্ষা থাকত বিরোধী জোটের নেতৃত্বে আসার। আবার তিনি কংগ্রেসকেও নেতৃত্বে আসতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও কলকাতায় সারা ভারতের সব বিজেপি বিরোধী নেতাদের নিয়ে এসে একটা বড় সমাবেশ করেছিলেন মিজ ব্যানার্জী। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব আর মায়বতীর দল বহুজন সমাজ পার্টি সেখানে ছিল না।

কিন্তু এবারে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই জায়গাটা থেকে সরে এসেছে। মমতা ব্যানার্জী বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসহীন বিরোধী জোট করা প্রায় অসম্ভব। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলো সেটা চায় না, বলছিলেন রজত রায়।

আবার নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির আক্রমণাত্মক রাজনীতির কারণে, বিভিন্ন দুর্নীতিতে দলের শীর্ষ নেতাদের জড়িয়ে যাওয়ায় মমতা ব্যানার্জী কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছেন। তাই তিনি যাতে বিজেপিবিরোধী জোটের ক্ষেত্রে একঘরে না হয়ে পড়েন, সেজন্যই তিনি আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

রজত রায়ের কথায়, এটা বিজেপিবিরোধিতার ক্ষেত্রে মিজ ব্যানার্জীর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।

শুধু যে মমতা ব্যানার্জীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন এই বিজেপিবিরোধী জোট তা নয়। বিহারের সিনিয়র সাংবাদিক নচিকেতা নারায়ণ বলছেন, প্রতিটা বিরোধী দলের কাছেই একটা অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সবাই অনুভব করছে বিজেপি তাদের জন্য একটা বিপদ। সেটা যেমন কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রীদের তদন্তের আওতায় আনার ঘটনাগুলোর জন্য, তেমনই বিজেপির হাতে থাকা বিপুল অর্থভাণ্ডারের জন্যও। তাই বিরোধী দলগুলো নিজেদের বাঁচাতেই এধরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

শিখা মুখার্জী বলছেন, নীতিশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পরে মমতা ব্যানার্জী একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যে এখানে কোনও ইগোর ব্যাপার নেই। তার বিশ্লেষণ, এই কথাটার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বিরোধী জোটের নেতৃত্ব নিয়ে আগে তার যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটা সরিয়ে রেখেই তিনি এগোতে চান অন্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে।

বিজেপিও বিরোধী জোট প্রচেষ্টার নেতৃত্ব নিয়েই কটাক্ষ করছে।

দলের তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালভীয়া টুইট করেছেন যে বিরোধীরা সবাই তো একে অপরের সঙ্গে বৈঠক করছেন, কিন্তু এদের নেতা কে?

সেফলজিস্ট বা নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ২০১৯ সালে বিজেপি বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় এলেও দেশের মোট ভোটদাতার মাত্র ৩৭.৩৬ শতাংশ তারা পেয়েছিল।

তার পর থেকে কোনও রাজ্যে তাদের ভোট বেড়েছে, কোথাও তাদের বিরোধী দলও পেয়েছে বাড়তি ভোট।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চে।ধুরীর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ২০১৯ এর পরে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে, আবার বিজেপির ভোটও বেড়েছে এখানে।

বিহারে গত নির্বাচনের সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং জনতা দল ইউনাইটেডের মোট ভোট বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের থেকে অনেক বেশি। তাই ওই রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সম্ভাব্য জোট ভাল অবস্থানে আছে।

লোকসভা আসনের নিরিখে সব থেকে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বিজেপির যেমন ভোট বেড়েছে, আবার প্রধান বিরোধী দল অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির ভোটও বেড়েছে। কংগ্রেসর সামান্য ভোট আছে সেখানে, ১০ শতাংশ মতো।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সমস্যা হচ্ছে মায়বতীর বহুজন সমাজ পার্টি কোনভাবেই বিজেপি বিরোধী জোটে আসবেন বলে মনে হয় না। আবার যোগী আদিত্যনাথের একটা ইমেজও সেখানে কাজ করবে। তাই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি বিরোধী জোট কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন, বলছিলেন মি. বসুরায়চৌধুরী।

মহারাষ্ট্রও আসন সংখ্যার দিক থেকে বড় রাজ্য। সেখানে ৪৮টি লোকসভা আসন আছে। কিন্তু কংগ্রেসশারদ পাওয়ারের এনসিপি এবং শিবসেনার সরকার উল্টিয়ে দিয়ে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতা দখল করেছে শিবসেনার একটি বড় অংশ।

আবার এনসিপির ভেতরেও একটা অংশ বিজেপির দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে, এমন খবর সংবাদমাধ্যমেই বেরেচ্ছে।

এই রাজ্যে বিরোধী জোট কতটা সফল হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

তবে সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী বলছেন, সম্ভাব্য বিরোধী জোটের একটা পরীক্ষা হবে মে মাসের কর্ণাটক নির্বাচনে।

এই দুটি রাজ্যে বিজেপিবিরোধী দলগুলি আবার একে অপরের প্রবল বিরোধী।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস পরস্পরের বিরোধী, তেমনই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসবিরোধী জোটে আছে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট।

তারা কি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপিবিরোধী জোটে অংশ নেবে?

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট একজোট হয়েছে, কিন্তু কেরালাতে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে ক্ষমতায় আছে বামফ্রন্ট আর তাদের প্রবল লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে।

সেখানেও বিজেপিবিরোধী জোটে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের এক মঞ্চে আসা কঠিন।

ক্রিস্টাল মেথের সবচেয়ে বড় চালান জব্দ, কেন বাড়ছে এই মাদকের চোরাচালান

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ২১ কেজি ৯০ গ্রাম 'আইস' নামের মাদক জব্দ করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। এটি দেশটিতে এখন পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া আইসের সবচেয়ে বড় চালান ¯ যা 'ক্রিস্টাল মেথ' নামেও পরিচিত। এ সময় মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে উখিয়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

বিজিবি ৩৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী বুধবার দুপুর কক্সবাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।

উখিয়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ক্রিস্টাল মেথ বা আইসের একটি বড় চালান মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন গোপন খবরের ভিত্তিতে বিজিবির টহলদল ৫নং পালংখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ রহমতের বিল নামক স্থানে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে মিয়ানমারের দিক থেকে ছয়সাতজন জন ব্যক্তিকে বস্তা কাঁধে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে থামার নির্দেশ দেন। বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্দেহভাজনরা সঙ্গে থাকা দুটি ছোট বস্তা ফেলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদেরকে ধাওয়া করে তিন জনকে আটক করতে সক্ষম হয় বিজিবির সদস্যরা। বাকিরা পালিয়ে যায়। পরে পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া বস্তা দুটি খুলে ২১ কেজি ৯০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ পাওয়া যায়। বিজিবি প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, ক্রিস্টাল মেথের বড় এই চালানটি প্রথমে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নেয়ার কথা। সেখান থেকেই ছোট ছোট চালান আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কথা। আটক হওয়া তিনজনের মধ্যে একজন দীর্ঘদিন ধরে এই পাচারের সাথে জড়িত এবং তিনি বালুখালীতে রাস্তার পাশে অস্থায়ী বাজার থেকে লাখ লাখ টাকার মাদক পাচার করতেন বলে বিজিবি জানতে পেরেছে।

এই পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজনের বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে তারা জানান। তবে তাদের কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি।

মাদকের বিষয়ে বিজিবিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি চালান জব্দ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী।

এর আগে সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে টেকনাফ সীমান্তে নাফ নদীর জালিয়ার দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক কেজি ৬৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথসহ বিভিন্ন ধরণের মাদক জব্দ করে বিজিবি। নাফ নদীতে নৌকায় পাটাতনের নীচে এসব মাদক পাওয়া যায়। সে সময় চার জনকে আটক করা হয়।

তাদের মধ্যে দুজন মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিক এবং অপর দুজন টেকনাফের বালুখালী ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা বলে জানিয়েছিল বিজিবি। তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের মামলা দায়ে করা হয়।

গত ৮ই এপ্রিল সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপে কোস্টগার্ড অভিযান চালিয়ে দুটি পরিত্যক্ত বস্তা থেকে এক কেজি ক্রিস্টাল মেথ পাওয়া যায়।

২৫শে মার্চ মধ্যরাতে নাফ নদীর বরইতলী পয়েন্ট থেকে দুই কেজি ৭৮ গ্রাম, ১৩ই মার্চ রাতে নাফ নদী দিয়ে টেকনাফের জালিয়ার দ্বীপের দিকে আসার সময় ১ কেজি ২৯৪ গ্রাম এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি একই পথে এক কেজি ৩৫৩ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ বা আইস জব্দ করে বিজিবি। এসব ঘটনায় ৪ জনকে আটক করা হয়। ক্রিস্টাল মেথ পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহে ২৫শে জানুয়ারী এক দূরপাল্লার বাসের চালক ও তার সহকারীকে আটক করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর।

এসময় তাদের কাছ থেকে এক কেজি ৭০০ গ্রাম আইস উদ্ধার করা হয়।

ওই চালক বাস চালানোর আড়ালে ক্রিস্টাল মেথসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক কক্সবাজারের টেকনাফ হয়ে ঢাকায় নিয়ে আসতো বলে অধিদফতর জানিয়েছে।

১০ই জানুয়ারী মধ্যরাতে টেকনাফের নাফ নদীর তীর থেকে ১ কেজি ৭৮ গ্রাম এবং এর আগে ২রা জানুয়ারী একই এলাকা থেকে এক কেজি ৬৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ জব্দ করা হয়।

এছাড়া গত বছর শুধু বিজিবির অভিযানে প্রায় দেড়শ কেজি ক্রিস্টাল মেথ উদ্ধার হয়েছে বলে জানান কক্সবাজারের রামুর বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মেহেদি হোসাইন কবির। এ বছর তারা ৩৫ কেজির মতো ধরেছেন।

আবার মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের অভিযানে গত বছর উদ্ধার হয়েছে ১১৩ কেজি ক্রিস্টাল মেথ। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আরও ধরা পড়েছে।

এ চিত্রই বলে দিচ্ছে এ মাদকটির সরবরাহ কতোটা বাড়ছে।

কেন বাড়ছে এই মাদকের চোরাচালান

স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো এই মাদকটি 'মেথাঅ্যামফিটামিন', 'মেথ', 'ক্রিস্টাল মেথ' বা আইস ¯ এরকম নানা নামে পরিচিত। আগে এর বাণিজ্যিক নাম ছিল পারভিটিন।

ফাউন্ডেশন ফর ড্রাগ ফ্রি ওয়ার্ল্ডের মতে, আইস সর্ব প্রথম তৈরি হয়েছিল জার্মানির চেক সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে ১৮৮৭ সালে। এরপর তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই মাদকটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো উদ্ধার হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওই সময় মাত্র ৫ গ্রামসহ একজনকে আটক করা হয়। যদিও মাদক সেবনকারীদের দাবি ¯ তারা ২০১৬ সাল থেকেই এর সরবরাহ পেয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রিস্টাল মেথ সেবনকারী জানান, তারা ঢাকায় বসে ক্রিস্টাল মেথ পেয়ে থাকেন। তবে কক্সবাজার, টেকনাফ এবং সেন্টমার্টিনের মতো এলাকায় এগুলো পাওয়া সবচেয়ে সহজ। ২০১৬ সালে তিনি দক্ষিণের একটি জেলায় প্রথম এই মাদক গ্রহণ করেছিলেন। এই মাদকসেবী আগে ইয়াবা গ্রহণ করলেও এখন তার মতো অনেকের আগ্রহ বেড়েছে ক্রিস্টাল মেথের প্রতি।

এর কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, এটি ইয়াবার চাইতেও অতিমাত্রায় উত্তেজক এবং এর প্রভাব কয়েকদিন পর্যন্ত থাকে। এসব কারণে ক্রিস্টাল মেথের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন।

বিজিবি কর্মকর্তা মেহেদি হোসাইন কবির জানান, আগে তাদের কাছে ইয়াবা বেশি ধরা পড়লেও এখন তারা ক্রিস্টাল মেথের পাচার বাড়তে দেখছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ক্রিস্টাল মেথ ইয়াবার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ক্ষতিকর। কারণ ইয়াবায় যেখানে অ্যামফিটামিন নামে রাসায়নিক থাকে ৫ ¯ সেখানে ক্রিস্টাল মেথের পুরোটাই অ্যামফিটামিন। ফলে এটি মানবদেহে ইয়াবার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। যার ফলে মানসিক বিকারগ্রস্ততা (ইউফোরিয়া), হার্ট অ্যাটাক এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুসারে, মাদকের পরিমাণ ২০০ গ্রামমিলিলিটার বা তার কম হলে ন্যূনতম এক বছর থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

মাদকের পরিমাণ ২০০ থেকে ৪০০ গ্রামমিলিলিটার হলে পাঁচ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। মাদকের পরিমাণ ৪০০ গ্রামমিলিলিটারের বেশি হলে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

আইনে এতো কড়াকড়ির পরও এই মাদকের পাচার প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন বাংলাদেশে এই মাদকের যথেষ্ট চাহিদা থাকার কারণে এর চোরাচালান ঠেকানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থায় গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের কাছাকাছি হওয়ায় সহজেই এই পথে মাদক আসতে পারছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হল মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড এই তিন দেশের ত্রিকোণাকার সীমানা। ১৯৯০ এর দশকে মাদক পাচারকারীরা এই তিন সীমান্তে আইস তৈরির গবেষণাগার স্থাপন করে।

এসব দেশের সীমান্তে মূলত পপি উৎপাদন হয় যা ইয়াবা বা আইসের মতো মাদক তৈরির মূল উৎস এবং ধীরে ধীরে এই সীমান্ত অঞ্চলটি বিপুল হারে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে।

বিজিবির মেহেদি হোসাইন কবির জানান, তারা ক্রিস্টাল মেথসহ অন্যান্য মাদকের বড় চালানগুলো মূলত উখিয়া ও টেকনাফ এই দুটো রুট থেকে সবচেয়ে বেশি জব্দ করে থাকেন।

মূলত মিয়ানমার থেকে নাফ নদীতে নৌকাযোগে বাংলাদেশ সীমান্তের এই দুটি রুটে প্রবেশ করে থাকেন পাচারকারীরা।

এছাড়া মালয়েশিয়া থেকে বিমানে করে, উগান্ডা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে এমনকি ডার্ক ওয়েবে অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে ভয়াবহ এই মাদকটি চোরাচালান হয়ে থাকে বলে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী জানিয়েছে।

মিয়ানমারে ক্রিস্টাল মেথ ও ইয়াবার কারখানা রয়েছে এবং এসব মাদক পাচারের সাথে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এমন অবস্থায় বাংলাদেশে এই চোরাচালান রোধ করা রীতিমতো অসম্ভব বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজিবির মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী বলেন যে তারা মাদক চোরাচালান রোধে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে নিয়মিত বৈঠক করেন। মাদক রোধে দুই পক্ষেরই প্রচেষ্টা রয়েছে।

তিনি বলেন, মিয়ানমারের যে সমস্ত জায়গায় আমরা জানতে পারি যে তাদের ইয়াবা বা আইসের কারখানা আছে সে সব জায়গায় অভিযানের জন্য আমরা মিয়ানমারকে জানাই।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:04:2023

সুদান থেকে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে কী করা হচ্ছে?

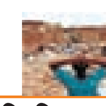

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সুদানে সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়া বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেখানে আটকা পড়েছে দেড় হাজারের বেশি বাংলাদেশি। তারা জানিয়েছেন, প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে তারা নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। খাবারের সংকট রয়েছে, পানি নেই। হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তারা আর্থিক সংকটেও পড়েছেন। বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বলছেন, সুদান থেকে কীভাবে বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে নিয়ে আসা যায়, সেজন্য তারা কাজ করছেন। এদের মধ্যে সাড়ে পাঁচশোর বেশি বাংলাদেশি ফেরত আসার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। কিন্তু কবে নাগাদ তারা দেশে আসতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা এখনো মেলেনি। এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ থেকে সুদানে লড়াই শুরু হয় সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়া র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ এর মধ্যেই তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। গত ১৫ই এপ্রিল সুদানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত অন্তত চারশো মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে জাতিসংঘ কর্মীও রয়েছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে। তবে প্রকৃত নিহতের সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাত বছর আগে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ থেকে সুদানে গিয়েছেন মোঃ রাসেল মিয়া। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনিসহ আরও কয়েকজন খার্তুমের এক শহরতলীতে একটি ভবনে আশ্রয় নিয়েছেন।

চীনের সাথে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তি চায় ভুটান ঃ ভারত কি সেটা মেনে নেবে?

নয়া দিল্লি ঃ ভুটানের পরিচিতি ‘হিমালয়ান নেশন’ বা ‘হিমালয়ের জাতি’ হিসেবে। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত ভুটান এশিয়ার দুই বৃহত্তম শক্তি ভারত এবং চীনের মাঝে। কিন্তু ভুটানের এই অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান তাদের জন্য খুব একটা সুখকর নয়।

যে দুটি দেশের সাথে চীনের এখনো সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি তাদের মধ্যে ভুটান অন্যতম। অন্য দেশটি হচ্ছে ভারত, যাদের সাথে দীর্ঘ সময় হিমালয় সীমান্তে চীনের বিরোধ রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে চীনের উত্থানের কারণে ভুটানের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে যাতে তারা চীনের সাথে একটি সমঝোতা পৌঁছায়। কিন্তু চীনের সাথে যে কোন ধরণের সমঝোতায় পৌঁছাতে হলে ভারতের অনুমোদন লাগবে। থিম্পু এবং দিল্লির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং ভারত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা দিচ্ছে ভুটানকে।

হিমালয়ের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ভুটান ও চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ আছে।

যেসব জায়গা নিয়ে বিরোধ আছে সেগুলোর মধ্যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ডোকলাম মালভূমি রয়েছে।

এই ডোকলাম উপত্যকা ভারত, ভুটান এবং চীনের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

ভুটান এবং চীন - উভয়ই ডোকলাম মালভূমি নিজেদের বলে দাবি করছে এবং ভারত এক্ষেত্রে ভুটানকে সমর্থন দিচ্ছে।

ভুটানকে সমর্থন দেবার পেছনে ভারতের নিজস্ব কারণ রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ডোকলাম মালভূমি নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যদি চীনের আধিপত্য তৈরি হয় তাহলে তাহলে বিষয়টি ভারতের শিলিগুড়ি করিডোরের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে।

বাইশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জায়গাটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সংযোগ তৈরি করেছে। সম্প্রতি বেলজিয়ামের লা লিবরা সংবাদপত্রকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বিষয়টি নিয়ে ভুটানের সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এই সমস্যা ভুটান একা সমাধান করতে পারবে না। আমরা এখানে তিনটি পক্ষ। এখানে বড় কিংবা ছোট দেশ বলে কিছু নেই, এখানে তিনটি দেশই সমভাবে আছে।

আমরা তৈরি আছি। অন্য দুটি পক্ষ যখন তৈরি হবে তখন আমরা আলোচনা করতে পারি, বেলজিয়ামের সংবাদপত্রকে বলেন মি. শেরিং।

মি. শেরিং আশা প্রকাশ করেন, দুই একটি বৈঠকের মাধ্যমে ভুটান এবং চীন তাদের কিছু সীমান্ত চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

উভয় দেশ ১৯৮৪ সাল থেকে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের সীমান্তে চীন প্রবেশ করেনি।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য ভারতে সতর্ক ঘণ্টা বাজিয়েছে, বিশেষ করে গণমাধ্যমে।

অনেক বিশ্লেষক উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, ভুটান হয়তো চীনের সাথে ডোকলাম উপত্যকা নিয়ে একটি বিনিময় চুক্তি করতে পারে। অনেক বলছেন, ডোকলাম উপত্যকা নিয়ে ভুটান তাদের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে না।

ভারতের উদ্বেগ হচ্ছে, তাদের হেনস্তা করার জন্য চীন সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতে ভুটানের উপর চাপ চাপ প্রয়োগ করছে, ভারতের সাবেক সিনিয়র কূটনীতিক পি স্টবডান। ভারতীয় গণমাধ্যমে এনিয়ে শোরগোল শুরুর পর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী মি. শেরিং গত মাসে তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আমি নতুন কিছু বলিনি এবং ভুটানের অবস্থানে কোন পরিবর্তন হয়নি, সাপ্তাহিক দ্য ভুটানিজকে বলেছেন মি. শেরিং।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যের জের ধরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাতে ভুটানের মানুষ অবাক হয়েছে।

চীনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ভারতের সমর্থন ছাড়া চীনের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভুটানকে বেশ বেগ পেতে হবে।

ভারত এখানে প্রতিবন্ধক। চীন এবং ভুটান মিলে যদি সমস্যার সমাধান করে, তাহলে ভারত বাদ রয়ে যাবে। আমি মনে করি না ভারত এটা হতে দেবে, বিবিসিকে বলেন সাংহাই ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো লিউ যংগিই।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে চীন এবং ভুটান চূড়ান্ত চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতের হস্তক্ষেপের কারণে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

চীনের সাথে ভুটানের সীমান্ত বিরোধের বিষয়টি কয়েক দশকের পুরনোর ভারত চীন সীমান্ত বিরোধের সাথে সম্পর্কিত।

চীন এবং ভারতের মধ্যকার সীমান্ত পুরোপুরি চিহ্নিত নয়।

উভয় দেশ পরস্পরের কাছে জমি দাবি করছে। ভারত বলছে তাদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার সীমান্ত চীনের ভেতরে ঢুকে গেছে।

অন্যদিকে চীন দাবি করছে তাদের প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার সীমান্ত ভারতের ভেতরে রয়েছে।

দুই দেশের সীমান্ত কার্যত শুরু হয়েছে ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় লাদাখ থেকে শুরু করে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত, চীন যেটিকে দক্ষিণ তিব্বত বলে।

চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টি ভুটানের মানুষ পর্যবেক্ষণ করছে। তারা মনে করে চীনের সাথে একটি সমঝোতা করলে ভুটানের জন্য লাভজনক হবে।

চীন একটি বাস্তবতা। চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক না রাখার কোন বিকল্প কি ভুটানের আছে? আমি মনে করি এটা কোন কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়, না প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুটানের একজন পর্যবেক্ষক বলেন।

ভারত এবং ভুটান ১৯৪৯ সালে একটি বিশেষ শান্তি চুক্তি করে, যেখানে দিল্লির নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০৭ সালে সে চুক্তি যখন নবায়ন করা হয় তখন বৈদেশিক নীতি এবং সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভুটানকে আরো বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল।

ভুটানের ভেতরে শতশত ভারতীয় সৈন্য রয়েছে এবং তারা ভুটানের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়। ডোকলাম থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে তাদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত।

ভুটানের বিশ্লেষক ওয়াংচা সাঙ্গি মনে করেন, সীমান্ত নিয়ে চীনের সাথে ভুটান একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে, যদি ডোকলাম ভুটানের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত চাপাচাপি না করে।

আমরা কিভাবে ডোকলাম দাবি করতে পারি? ডোকলামের অংশ হিসেবে আমাদের কাছে যা আছে সেটা এখনো আমাদের অংশ। যেটা আমাদের কাছে নেই, সেটা আমরা চীনের কাছ থেকে নিতে পারি না, বলেন মি. সাঙ্গি।

মি. সাঙ্গির মতো বিশ্লেষকরা বলছেন, ভুটান বর্তমানে তার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে জ্বালানী তেল।

প্রতিবেশী চীনের সাথেও একটি বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

ভারত এবং ভুটানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। উভয় দেশের জাতীয় এবং নিরাপত্তা স্বার্থ নিয়ে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি ভিনয় মোহান কাওয়াত্রা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সাংবাদিকদের বলেন। ডোকলাম উপত্যকার কৌশলগত গুরুত্বের কারণে এনিয়ে ভারত কোন পরিবর্তন চায় না। অন্যদিকে ডোকলামের উপর দাবি ছেড়ে দেবার জন্য চীনের উপর চাপ প্রয়োগ করা ভুটানের মতো একটি পক্ষে খুবই কঠিন।

বিশ্বজুড়ে মানুষ যখন ‘এশিয়ান সেঞ্চুরি’ বা ‘এশিয়ার শতাব্দীর’ কথা বলছে, তখন চীন এবং ভারতের মতো দুটো বৃহৎ দেশের সাথে সীমান্ত ভুটানের জন্য একটি ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে।

কিন্তু ভারত এবং চীনের মধ্যে যে উত্তেজনা বিরাজমান, তাতে ভুটান জন্য বিষয়টি নাজুক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার লিথিয়াম নিয়ে চীন ও আমেরিকার দড়ি টানাটানি

চিলি ঃ বিশ্বের মোট লিথিয়ামের অর্ধেকেরও বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি দেশে - আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া এবং চিলি।

এই তিনটি দেশের লিথিয়ামের বাজারের ওপর অনেক দিন ধরেই শুধু ব্যবসায়ীদেরই নয়, অনেক দেশের সরকারেরও তীক্ষ্ণ নজর।

নানা ধরণের ব্যাটারি, এমনকি গাড়ির ব্যাটারি তৈরিতেও লিথিয়াম প্রধান উপকরণ।

ফলে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ধাতুর সরবরাহ নিশ্চিত করতে তৎপর।

দিনে দিনে আরও অনেক দেশও লিথিয়ামের জন্য লাইন দিচ্ছে।

জ্বালানির বাজার রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং সেই সাথে প্রধান শক্তিধর দেশগুলো বিকল্প জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

পরিকল্পনায় বলা হয় চীনের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক এসব খনিজ সম্পদ অত্যন্ত জরুরী। দক্ষিণ আমেরিকার খনিতে চীন বিশাল অংকের টাকা বিনিয়োগ করেছে।

আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া এবং চিলির মত দেশগুলোও চীনের প্রযুক্তি এবং পূঁজির সুবিধা নিতে খুবই উৎসাহী। তারা মনে করছে এতে তাদের স্থানীয় শিল্পেরও উন্নয়ন হবে।

এ বছরের প্রথম তিন মাসে এই তিনটি দেশে চীনা কোম্পানিগুলো খুবই উচ্চাভিলাষী কিছু বিনিয়োগ চুক্তি সই করেছে।

চীনের তিনটি কোম্পানি - সিএটিএল, বিআরইউএনপি এবং সিএমও - বলিভিয়ার লিথিয়াম উন্নয়ন প্রকল্পে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এই পরিসংখ্যান দিয়েছে মার্কিন গবেষণা সংস্থা আটলান্টিক কাউন্সিল।

চীনের চেরি অটোমোবাইল কোম্পানি আর্জেন্টিনায় ইলেকট্রিক কার তৈরির জন্য ৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। চিলিতে কয়েকটি চীনা কোম্পানি একটি লিথিয়াম শিল্প পার্ক তৈরির জন্য বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আর সেই প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে লাতিন আমেরিকা, বলেন মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের লাতিন আমেরিকা বিভাগের পরিচালক বেনজামিন জেদান।

যুক্তরাষ্ট্র এই দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং চীনের তৎপরতা নিয়ে তারা খুবই চিন্তিত, তিনি বলেন।

চীনা কোম্পানিগুলো হোয়াইট গোল্ড (শ্বেত সোনা) নামে খ্যাত লিথিয়ামের মজুদ নিশ্চিত করতে অনেক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিশেষভাবে নজর দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায় কারণ এই ধাতুর সবচেয়ে বড় মজুদ সেখানেই। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, বলিভিয়ায় বিভিন্ন খনিতে লিথিয়ামের মজুদ ২১ মিলিয়ন টনের মত। আর্জেন্টিনার রয়েছে ১৯.৩ মিলিয়ন টন এবং চিলির মজুদ ৯.৬ মিলিয়ন টন।

মেক্সিকোর মজুদ যদিও মাত্র ১.৭ মিলিয়ন টন, কিন্তু লিথিয়াম ইস্যুতে দেশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এটি যুক্তরাষ্ট্রের পাশে এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির বেশ বড় একটি কেন্দ্র হয়ে উঠছে মেক্সিকো। টেসলা এবং বিএমডব্লিউ সম্প্রতি ঘোষণা করেছে তারা মেক্সিকোতে বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি করবে।

অস্ট্রেলিয়ার পর চিলি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম লিথিয়াম উৎপাদনকারী দেশ।

এখন পর্যন্ত সেখানে এই সম্পদ বেসরকারি কিছু কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বরিচ সম্প্রতি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। তিনি চাইছেন এই হোয়াইট গোল্ডের মুনাফা যতটা সম্ভব দেশেই রেখে দিতে হবে।

চিলির প্রেসিডেন্ট চাইছেন কাঁচামাল হিসাবে লিথিয়াম বিক্রির বদলে তা দিয়ে ইলেকট্রিক ব্যাটারির মত পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতে যাতে মুনাফার পরিমাণ বাড়ে।

সেজন্য তিনি বেসরকারি খাত ও সরকারের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে চাইছেন যেখানে লিথিয়ামের মত প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করা যাবে।

কিন্তু এই প্রচেষ্টা সহজ নয় কারণ বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর দেশ এই সম্পদে হাত দিতে উঠেপড়ে লেগেছে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কম্যান্ডের প্রধান জেনারেল ল্যারা রিচার্ডসন সম্প্রতি সতর্ক করেছেন যে চীন লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয় অঞ্চলে তাদের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রযুক্তিগত, তথ্যপ্রবাহ এবং সামরিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্চে মার্কিন কংগ্রেসের সেনাবাহিনী বিষয়ক কমিটির সামনে এক শুনানিতে তিনি একথা বলেন। এই অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং তার সুযোগ নিতে আমাদের বৈরি কিছু পক্ষ যেভাবে অসাধু তৎপরতা চালাচ্ছে তাতে আমি উদ্বিগ্ন।

তারা বিনিয়োগের ভান করছে, কিন্তু আসলে তারা খনি থেকে ধাতু তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

লিথিয়াম সমৃদ্ধ আর্জেন্টিনা, চিলি এবং বলিভিয়ার প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন ঐ জেনারেল বলেন, চীন সেখানকার লিথিয়ামে ভাগ বসাতে খুবই আগ্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে এবং তারা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চীনও সেই দৌড়ে এগিয়ে এবং গত কয়েকবছর ধরে তারা সেই লক্ষ্যে লিথিয়ামসহ প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ তৎপর।

জানুয়ারি মাসে চীনা সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার সাথে এক সাক্ষাৎকারে চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী ওয়াং গুয়াংহুয়া বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের জন্য চীন অন্য দেশের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ফলে বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোন রদবদল হলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে। চীনা সরকার ২০১৬ সালে প্রকাশিত তাদের জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পনায় ২৪টি খনিজ সম্পদকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে।

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে - লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, নিকেল, কোবাল্ট, লিথিয়াম এবং রেয়ার আর্থ।

আর্জেন্টিনায় লিথিয়াম খনির উন্নয়নেও চীন খুবই তৎপর। দুই সরকারের মধ্যে এখন সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার তিনটি এলাকায় দুই দেশ যৌথভাবে কমপক্ষে নয়টি বিনিয়োগ প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে।

গবেষণা সংস্থা আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ আমেরিকা বিষয়ক গবেষক পেপ ঝাং বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য এবং গ্রিন প্রযুক্তির সাপ্লাই চেনে তাদের অবস্থান শক্ত করতে উদগ্রীব।

তার অর্থ, বিবিসিকে বলেন মি ঝাং, প্রযুক্তি এবং ভূরাজনীতি নিয়ে আমেরিকা এবং চীনের মধ্যে রেষারেষিতে লিথিয়াম এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য হয়ে উঠেছে।

এবং চীন এই প্রতিযোগিতায় একেবারেই পিছিয়ে নেই।

মি ঝাংয়ের হিসাবে, এ বছর দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ সম্পদ উন্নয়নে চীনা বিনিয়োগ বিশেষ মাত্রা পাচ্ছে। ২০২১ সালে যেখানে চীনের বাৎসরিক বিনিয়োগ ছিল ১১০ কোটি ডলার সেখানে এবছর চীন ১৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এক জানুয়ারি মাসেই তিনিটি চীনা কোম্পানি বলিভিয়ায় ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।

আমেরিকাও খোলাখুলি বলছে কৌশলগত কারণে খনিজ দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

অনেক আধুনিক প্রযুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য প্রয়োজন, এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এগুলো দরকার, গত বছর এক বিবৃতিতে বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

কম্পিউটার থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি, সোলার প্যানেল বা উইন্ড টারবাইনের মত পণ্যের উৎপাদনে লিথিয়াম, কোবাল্ট বা রেয়ার আর্থের মত খনিজ দ্রব্য প্রয়োজন। মি. বাইডেন বলেন এসব খনিজ দ্রব্যের চাহিদা আগামী কয়েক দশকে চারশো থেকে ছশো শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, লিথিয়াম এবং গ্রাফাইটের চাহিদা বাড়বে চার হাজার গুণ। চীন লাতিন আমেরিকায় ব্যাটারি তৈরিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে, ফলে তারা (আমেরিকার চেয়ে) সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে, বলেন গবেষক বেনজামিন জেদান। যুক্তরাষ্ট্র মূলত চেষ্টা করছে গ্রিন প্রযুক্তি তৈরিতে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কাঁচামাল নিয়ে আসতে।

ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর কাছে চীনের প্রস্তাব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। কারণ তারা চাইছে কাঁচামাল না বেঁচে তা দিয়ে পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করতে।

আমেরিকা এখন সেটি বুঝে তারাও চীনের পথ নিতে চাইছে, বলেছেন মি. জেদান। ফলে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের দড়ি টানাটানির মধ্যে পড়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকা।